বঙ্গানুবাদ

বেহেস্তি-জেওর

বা

স্বর্গের-সম্বল।

প্রথম খণ্ড।

মৌলবী মোহাম্মাদ মুছা সাহেব
কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী—
হাজি আইজুদ্দিন আহমদ।
১১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—গাওছিয়া লাইব্রেরী,
কলিকাতা।

১৩৩২—জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র।

বঙ্গানুবাদ

বেহেস্তি-জেওর

বা

স্বর্গের-সম্বল।

প্রথম খণ্ড।

মৌলবী মোহাম্মাদ মুছা সাহেব
কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী—
হাজি আইজদ্দিন আহমদ।
১১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—গাওছিয়া লাইব্রেরী,
কলিকাতা।

১৩৩২—জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র।

১০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এস্‌লামিয়া প্রেসে

মোহাম্মাদ কাসেম কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় মোসলমান সমাজের এরূপ শোচনীয় অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিলে বেশ জানিতে পারা যায় যে, তাহাদের একমাত্র ধর্ম্মশিক্ষার অভাব। ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবে আমরা ক্রমশঃ নিস্তেজ জড়পিণ্ডসম অকর্ম্মণ্য-অপদার্থ হইয়া পড়িতেছি। আজকাল আমাদের দেশে আরবী ও উরদু ভাষার স্থান বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা দিন দিন অধিকার করিতেছে। আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা বা ধর্ম্মপুস্তক অধিকাংশই আরবী ও উরদু ভাষায় লিখিত। বর্ত্তমানে স্কুল-কলেজ, মক্তব-মাদ্রাসায় যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্মশিক্ষার অন্তর্গত হইলেও সে শিক্ষা সুফলের পরিবর্ত্তে অধিকাংশই কুফল প্রসব করিয়া থাকে তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত এবং তাহাতে যে জাতীয় জীবনের অধঃপতন সাধিত হয় তাহা কোন বিচক্ষণ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা প্রধানতঃ কোর্-আন ও হাদিসের মধ্যে নিহিত। সুতরাং আরবী শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মের মধুর রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। উরদুতেও আমাদের তেমন অধিকার নাই; যদিও হাজার করা দুই পাঁচ জনা আরবী ও উরদু জানেন সত্য, কিন্তু তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেকেই অসমর্থ হয়েন। ধর্ম্মবিষয় জ্ঞানলাভ না করিতে পারিলে ধর্ম্মোন্নতি বা জাতীয় উন্নতি কিছুই লাভ করা যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মালোচনায় ব্রতী না হইব এবং তাহার উৎকর্ষ-সাধনে মনোনিবেশ না করিব, ততদিন আমাদের শোচনীয় অবনতি দূর হইবে না।

ধর্ম্মশিক্ষা করা প্রত্যেক মোসলমান স্ত্রী-পুরুষের প্রতি (ফরজ) একান্ত কর্ত্তব্য। আর্‌বী ও উর্‌দু না জানিলেও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেও ধর্ম্মশিক্ষা করা যায়। কিন্তু এমন হতভাগ্য বঙ্গদেশ যে, বাঙ্গালা ভাষায়ও সেরূপ বিশদভাবে লিখিত শরীয়তের বিধি-ব্যবস্থার পুস্তকাদি অধিক নাই। আবার যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে লেখক নিজের পাণ্ডিত্ব দেখাইবার জন্য এমন কঠিন ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন যে, যাহারা অল্প বাঙ্গালা জানেন তাহাদের পক্ষে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য আমরা বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিরাট উরদু গ্রন্থ "বেহেস্তি-জেওর" হইতে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অনুবাদ করাইয়া "বেহেস্তি-জেওর বা স্বর্গের-সম্বল" নাম রাখিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহাদ্বারা সামান্য বাঙ্গালা জানা লোকেও অল্প পরিশ্রমে ধর্ম্মের মধুর রসাস্বাদন করিতে সামর্থ্য হইবেন।

বঙ্গের মোসলমান জন-সমাজের মধ্যে এই অনুবাদগ্রন্থ "বেহেস্তি-জেওর বা স্বর্গের-সম্বল" দ্বারা উপকার সাধিত হইলে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

—গ্রন্থস্বত্বাধিকারী।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম-প্রদাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।

বেহেস্তি জেওর

বা

স্বর্গের-সম্বল।

হাম্‌দ নায়াত।

তাঁহারই পবিত্র হাম্‌দ ও নামে আরম্ভ করিলাম, যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র উপাস্য,—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা এবং যিনি দাতা, দয়ালু ও মহিমাময়। যিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পরম-প্রিয় হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফার (সাল্লাল্লাহো আলায়হে ও আলেহি ও আস্‌হাবিহি ও সাল্লাম) নূর সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—সেই সর্ব্ব-গুণাধার, সর্ব্বমঙ্গলময়, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালার পবিত্র-মধুর নামে কোটী কোটী ছজুদ।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের সহিত তদীয় প্রিয় সুহৃদ, যিনি সায়্যেদোল মোরসালিন (নবী ও

রসুলদিগের প্রধান)—যাঁহার শিক্ষা ও সদুপদেশের ফলে পথভ্রষ্ট জ্ঞানান্ধ নর-নারী সত্য, সাম্য ও ধর্ম্মের পুণ্যোজ্জ্বল পথের সন্ধান পাইয়াছে। যিনি অজ্ঞতার জমাট বাঁধা অন্ধকার জাল ছিন্ন করিয়া বিশ্বের বুকে স্বর্গীয় জ্ঞানের আলোক-ছটা প্রদান করিয়াছেন। যাঁহার কল্যাণে পশুত্বভাবে অনুপ্রাণিত জগদ্বাসী মানবত্বলাভে সমর্থ হইয়াছে। পাপপঙ্কে নিমজ্জমান পৃথিবীর যিনি উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। অনাচারী, অত্যাচারীর কলুষ-হস্তের নির্দ্দয় নির্য্যাতন হইতে যিনি দীনহীন দরিদ্র দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—অনাথ-অসহায় আর্ত্তদিগের চক্ষের পানি মুছাইয়া তাহাদিগকে বক্ষে স্থান দিয়াছেন। কেবল মানব বলিয়া নয়,—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি জীনগণও যাঁহার পবিত্র ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া ধন্য হইয়াছে, সেই মহা-পয়গাম্বর মানব-মুকুট-মণির পবিত্র মধুর নামে অসংখ্য দরুদ।

প্রথম কথা।

কোরায়েশ-কুল-রবি হজরত মোহাম্মাদ(সঃ) বলিয়াছেন,—কোন এক জঙ্গলে এক দরবেশ বাস করিতেন, তিনি বর্ষাকালে হঠাৎ একদিন দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—"অমুক ব্যক্তির বাগানের জন্য পানি বর্ষিত হউক।" ঐ মহাবাক্য শেষ হইতেই তথাকার পার্ব্বত্য অঞ্চলে মেঘ হইতে মুশলধারে পানি বর্ষণ হইল এবং উক্ত পানি স্রোতে পরিণত হইয়া বহিয়া চলিল। তখন দরবেশ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পানির স্রোত যেদিকে বহিয়া যাইতেছিল সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু-দূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি উক্ত স্রোতের পানি সিঞ্চন করিয়া স্বীয় বাগানে নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাকে তদ্‌বস্থায় দেখিয়া দরবেশ বলিলেন,—জনাবের নামটী কি আমি শুনিতে পাইব না?" তদুত্তরে তিনি সেই নাম বলি-লেন,—দরবেশ যাহা দৈব-বাণীতে শুনিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দরবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হজরাত! আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? দরবেশ বলিলেন,—আমি এই বৃষ্টি নামিবার পূর্ব্বে মেঘের মধ্য হইতে এই শব্দ শুনিয়াছিলাম—যাহাতে তোমার নামোল্লেখে বলা হইয়াছিল,—"অমুক ব্যক্তির বাগানের জন্য পানি বর্ষিত হউক।" তজ্জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—ভাই, বলুন! আপনি কি এমন সৎকার্য্য করিয়া-ছেন—যাহার জন্য আজ আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আপনার নাম লইয়া মেঘকে পানি বর্ষণ করিতে বলিলেন! খোদাতায়ালার এরূপ অনুগ্রহ আপনি কি করিয়া লাভ করিলেন?" তখন

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—"জনাব! আমি এমন কিছু সৎকার্য্য করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ; তবে এই বাগানটিতে যত শস্য উৎপন্ন হয় আমি তাহা তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ আল্লাহ তায়ালার নামে খায়রাত (দান) করিয়া থাকি, দ্বিতীয় ভাগ নিজ সাংসারিক খরচে ব্যয় করিয়া থাকি এবং অন্য ভাগ এই বাগানটির উৎকর্ষ-সাধনে খরচ করিয়া থাকি।"

উপদেশ—সোবহানাল্লাহ,—আল্লাহ তায়ালার কি অপার অনুগ্রহ! যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বাধ্য-অনুগত হইয়া সৎপথে বিচরণ করেন, আল্লাহ গোপন হইতে তাহার কার্য্য সমাধা করেন ও সকল সময় তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন। নিঃসন্দেহ ইহা সত্য-কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লার অনুগত থাকিবেন, আল্লাহ তাঁহার প্রতি সহায় হইবেন ও সদয় থাকিবেন।

——

দ্বিতীয় কথা।

হজরত রাসুলে কারিম (সাঃ) আর এক সময় বলিয়াছেন —বাণী এস্রাইল কওমের মধ্যে তিনটি লোক ছিল, তাহাদের প্রথমটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়টি টাকরোগাক্রান্ত, তৃতীয়টি অন্ধ দৃষ্টিশক্তি রহিত। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের নিকট ফেরেশতাকে পাঠাইলেন। ফেরেশতা প্রথম ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি পাইলে সুখী হও!" তদুত্তরে প্রথম ব্যক্তি বলিল,—"আমি এই দারুণ ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ

করিলে অত্যন্ত আনন্দিত হই। এই জঘন্য রোগের জন্য আমাকে কেহ নিকটে বসিতে স্থান দেয় না—সকলেই ঘৃণা করে। রোগারোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আরও সুখানুভব করি।” ইহা শ্রবণ করিয়া ফেরেশতা তাঁহার পবিত্র হস্ত সেই কুষ্ঠরোগীর শরীরে স্পর্শ করাইল। আল্লাহ তায়ালার অপূর্ব্ব মহিমা, ফেরেশতা স্পর্শ মাত্র লোকটি রোগ মুক্ত হইল এবং তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তখন লোকটি অত্যন্ত খুসী হইয়া ফেরেশতাকে কৃতজ্ঞতা জানাইল। ফেরেশতা পুনরায় তাহাকে বলিলেন,—“তোমার আর কিছু পাইবার বাসনা আছে কি ?” লোকটি বিনীতভাবে বলিল,—“আমি রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু আমার সংসার নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই, আপনি মেহেরবানী করিয়া যদি একটি উষ্ট্রী প্রদান করেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার করা হয়।”

ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার ইঙ্গিত ক্রমে তাহাকে একটি গর্ভিণী উষ্ট্রী দান করিয়া বলিলেন,—“আল্লাহ ইহাতে বরকত দিউন !” অতঃপর ফেরেশতা তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—

“তুমি কি বস্তু পাইলে সুখী হও।” সে ব্যক্তি বলিল,—আমি এই দারুণ রোগে আক্রান্ত। আমি রোগমুক্ত হইলে সুখী হই।” ফেরেস্তা তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, লোকটী আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে নিরাময় হইয়া গেল। ফেরেশতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি আর কিছু পাইবার বাসনা কর কি ?” সে ব্যক্তি বলিল,—“যদি মেহের-

বানী করিয়া আমাকে একটি গাভী প্রদান করেন আমি যার-পরনাই উপকৃত হই।" ফেরেশতা তাহার কথামত একটি গাভী প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—"আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এই গাভী হইতে উন্নতি দিবেন।"

অতঃপর ফেরেশতা তৃতীয় ব্যক্তির নিকট গিয়া বলিলেন,—"তুমি কি পাইলে নিজেকে সুখী মনে কর।" তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিলেন,—"আমি অন্ধ। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি এই সুন্দর দুনিয়ার কিছুই দেখিতে পাই না। আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া যদি আমাকে চক্ষুরত্ন দান করেন, তাহা হইলে আমি পরম আনন্দ লাভ করি এবং যতদিন না আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই, ততদিন তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিব।" এতদ্‌শ্রবণে ফেরেশতা সেই অন্ধের চক্ষুদ্বয়ে স্বীয় পবিত্র হস্ত স্থাপন করিলেন, খোদাতায়ালার কুদ্‌রতে (ক্ষমতায়) সেই অন্ধ তৎক্ষণাৎ চক্ষু লাভ করিল। অনন্তর ফেরেশতা পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কি তোমার কোন বস্তুর আবশ্যক আছে?" সে ব্যক্তি বলিল,—আমি চক্ষু লাভ করিয়াছি ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য, আমি আর অধিক আশা কিছুই করি না, তবে একটী ছাগী পালনের বাসনা আমার বরাবরই আছে; খোদার রহমতে যদি আমি তাহা পাই, তবে আমি বৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই। ফেরেশতা খোদার আদেশে তাহাকে একটী গর্ভিণী ছাগী প্রদান করিয়া বলিলেন,—"খোদার মেহেরবানীতে এই বকরী হইতে তোমার উন্নতি হইবে।" এই বলিয়া ফেরেশতা প্রস্থান করিলেন।

কয়েক বৎসর গত হইয়াছে। উষ্ট্রী বহু বাচ্ছা দান করিয়াছে; তদ্দ্বারা প্রথম ব্যক্তি প্রচুর অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছে। গাভী বহু বৎস প্রসব করায় দ্বিতীয় ব্যক্তিও বিস্তর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে। ছাগীর অসংখ্য ছানা হওয়ায় তৃতীয় ব্যক্তিও কম ধনবান নহে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পুনরায় ফেরেশতাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার আদেশে ফেরেশতা প্রথম ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"জনাব! আমি মিস্‌কিন্ মোসাফের, আমার পথ-খরচ সমস্ত নিঃশেষিত হইয়াছে এবং আমার দূর-পথ গমনের যানবাহন কিছুই নাই। আপনার নিকট আরজ, আপনি যেই মহিমাময় করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, সেই সর্ব্ব-শক্তিমান আল্লাহর নামে আমাকে একটী উট খয়রাত করুন, উহাতে আমার বহু উপকার হইবে; আমি উষ্ট্র পৃষ্ঠে চড়িয়া অনায়াসে আমার দেশে যাইতে পারিব।" ফেরেশতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে লোকটী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল,—তুমি এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও, আমার প্রতি অনেক কর্ত্তব্য কাজ রহিয়াছে। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে তাহা অসমাপ্ত রহিয়া যাইবে।" এতদ্‌শ্রবণে ফেরেশতা পুনঃ বলিলেন,—"আমি এমন অন্যায় প্রার্থনা কিছুই করি নাই, আপনি আপনার অবস্থার কথা একবার ভাবিয়া দেখুন, আপনি একদিন কিরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত গলিত-দেহ ঘৃণায় কেহ আপনাকে নিকটে বসিতে স্থান দিত না এবং অতি দীন-হীনভাবে কালযাপন করিতেন, তখন

আপনি কিরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।” লোকটী তখন নিজের পূর্ব্বের হীন অবস্থাকে অস্বীকার করিয়া বলিল,—“তুমি ত খুব সত্যবাদী ! আমার এই ধন-সম্পত্তি ত আমার পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছে !” তখন ফেরেস্তা বলিলেন, —“যদি তুমি মিথ্যা বলিয়া থাক তবে আল্লাহ তোমাকে সেই-রূপ করিয়া দিউন পূর্ব্বে তুমি যেরূপ ছিলে !” অতঃপর ফেরেস্তা সেই টাকরোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পূর্ব্বের ন্যায় মোসাফেরী বেশে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকটও ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন. টাকরোগীও কুষ্ঠরোগীর ন্যায় স্বীয় পূর্ব্বাবস্থার বিষয় অস্বীকার করতঃ ফেরেস্তার প্রার্থনা পূরণ পক্ষে ওজর পেশ করিতে লাগিল। ফেরেস্তা বলিলেন,—“যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনেন।” তৎপর ফেরেস্তা সেই অন্ধের নিকট প্রথম বারের ন্যায় আগমন করতঃ বলিলেন,—“আমি দীন হীন মোসাফের. আমার কিছুই নাই ; আমি আল্লার প্রতি আস্থা রাখিয়া বুকভরা আশা লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আমি সেই বিশ্বপালক দয়াময়ের নামে আপনার নিকট একটী ছাগ ভিক্ষা চাহিতেছি যিনি আপনাকে আপনার বিনষ্ট চক্ষুরত্ন পুনর্ব্বার দান করিয়াছেন। আপনি দয়াপরবশ হইয়া আমাকে যদি একটী ছাগ দান করেন, তাহা হইলে আমার দুঃখ মোচন হয়।” সেই ব্যক্তি বলিলেন,—“নিঃসন্দেহ আমি অন্ধ ছিলাম। বিশ্বস্রষ্টার অপার অনুগ্রহেই পুনরায় চক্ষুরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার যতগুলির আবশ্যক লউন ! আমি তাহাতে কিছুই বলিব না বা বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হইব না।

শুধু ছাগ কেন, আপনার যাহা ইচ্ছা লইতে পারেন। আল্লার শপথ, আমি অনুমাত্র আপত্তি করিব না বরং সন্তুষ্ট ও সুখী হইব।" ফেরেশতা বলিলেন,—"আল্লা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন—আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন; আপনার কোন কিছুতেই আমার আবশ্যক নাই। কেবল মাত্র আপনাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ উদ্দেশ্যে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাদের তিন জনের নিকট আসিয়াছিলাম। আমি মনুষ্য নহি,—আল্লার ফেরেশতা। পরীক্ষা সম্পর্কে অপর দুই ব্যক্তি কৃতঘ্ন হইয়া আল্লার অভি-সম্পাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনার সত্যবাদিতা ও কৃতজ্ঞতার জন্য আল্লা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

মন্তব্য—"আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত—প্রথম দুই ব্যক্তি প্রভু-দত্ত দানের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ায় তাহাদের পরি-ণাম এই হইয়াছিল যে, তাহাদের যাবতীয় ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং পূর্ব্ববৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহারা ইহকালে ক্ষতিগ্রস্ত, পরকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ অন্ধ খোদা-দত্ত দানের প্রতি কৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করায় এই ফল দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহার ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দয়াময় প্রভু তদীয় অণুরক্ত-ভক্ত অন্ধের কৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হন, ফলে তাহার ইহ পরকাল শান্তি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

তৃতীয় কথা।

একদা হজরত উম্মে ছাল্মার (ইনি রসুলুল্লার (সঃ) ভার্য্যা ছিলেন) নিকট কোনস্থান হইতে কিছু গোশ্‌ত (মাংস) আসিয়াছিল। জনাব রসুলুল্লা (সঃ) গোশ্‌ত অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। হজরত উম্মে সাল্মাহ তাঁহার বশীভূতা দাসীকে সেই গোশ্‌ত তাকে তুলিয়া রাখিতে বলেন। আদেশ অনুযায়ী দাসী সেই গোশ্‌তের পাত্রটি তাকে তুলিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে জনৈক ছায়েল (ভিক্ষা প্রার্থী) বহিঃদ্বারে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"আল্লার নামে কিছু খয়-রাত দিউন আল্লা বরকত দিবেন।" গৃহাভ্যান্তর হইতে উত্তর আসিল—"আল্লা তোমাকে বরকত দিউন।,, ছায়েল—কিছু পাইবে না বুঝিয়া তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল। কিয়ংক্ষণ পর জনাব রসুলুল্লা (সঃ) হজরত উম্মে সাল্মার গৃহে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু খাবার আছে কি"? হজরত উম্মে সাল্মাহ্ বলিলেন,—"আছে"। অতঃ-পর খাদেমা (বশীভূতা দাসী) কে রক্ষিত গোশ্‌ত রসুলুল্লাকে দিতে ইঙ্গিত করিলেন, খাদেমাহ্‌ গৃহে যাইয়া দেখিতেছেন-তাকে সে গোশ্‌ত নাই, গোশ্‌তের পাত্রও নাই,—আছে বৃহৎ একখণ্ড গোলাকৃত পাথর। এতদ্দর্শনে হজরত উম্মে-সাল্মাহ্‌ ও খাদেমাহ্‌ আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া জনাব রসুলোল্লা (সঃ) সমীপে বৃত্তান্ত জানাইলেন। রসুলুল্লা জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"কোন ছায়েল আসিয়াছিল-কি না? আসিয়া থাকিলে

তাহাকে কি বলা হইয়াছিল ?" হজরত উম্মে সাল্‌মাহ্ আরজ করিলেন,—"যেহেতু আপনি গোশ্‌ত ভালবাসেন এবং ঐ গোশ্‌ত অন্য স্থান হইতে আসিয়াছিল এই জন্য আমি উহা ছায়েলকে দিই নাই, আপনার জন্য রাখিয়াছিলাম, ছায়েল শূন্য-হস্তে চলিয়া গিয়াছে।" রসুলুল্লা (সঃ) বলিলেন,—"যেহেতু তুমি ছায়েলকে গোশ্‌ত না দিয়া তাহাকে শূন্যহাতে ফিরাইয়া দিয়াছ তজ্জন্যই গোশ্‌ত পাথর হইয়া গিয়াছে।"

উপদেশ —মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আল্লার নামে খয়রাত দিতে যাহাদের হাত সঙ্কোচিত হয়, তাহা-রক্ষিত ধন-সম্পত্তির দশাও ঐ গোশ্‌তের ন্যায় হইবে। ছায়েল রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাওয়ায় গোশ্‌তের আকৃতি পরি-বর্ত্তিত হইয়া উহা প্রস্তর খণ্ডাকৃতিতে পরিণত হইয়াছিল, এমনই যাহারা ছায়েলকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে, তাহারা আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করে না বরং প্রস্তর ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তাহারা কঠিন হৃদয়, নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর জীবে পরিণত হয়।

চতুর্থ কথা।

জনাব রসুলে আকরাম (সঃ) এর আদৎ এই ছিল যে, প্রত্যহ ফজরের নামাজ অন্তে পার্শ্বচরগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আপনাদের মধ্যে রাত্রে কেহ কোনরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন কি না? পার্শ্বচরগণের মধ্যে কেহ কোনরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে বর্ণনা করিতেন এবং জনাব রসুলুল্লা (সঃ) তাহার বৃত্তান্ত (তাবির) জ্ঞাপন করিতেন। চিরন্তন প্রথানুযায়ী একদা পার্শ্বচরগণকে বলিলেন,—"আপনারা রাত্রে কোনরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন কি না?" সকলেই উত্তর করিলেন "না"। তখন রসুলুল্লা বলিলেন,—আজরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যথা,—"দুইজন লোক আমার নিকট আসিয়া আমার হাত ধরিয়া এক পবিত্র স্থলে লইয়া চলিল, পথে যাইতে যাইতে কি দেখিলাম—একটী লোক বসিয়া রহিয়াছে, অপর একজন তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা উহার গলদেশ কর্ত্তন করিতেছে। কর্ত্তিত গলা পুনরায় জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। আবার কর্ত্তন করা হইতেছে, পুনর্ব্বার জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। বারংবার কর্ত্তিত হইতেছে ও জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। আমি আমার সঙ্গী ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—ওরূপ হইতেছে কেন? উহারা দুইজনই বলিলেন,—আগে চল। অতঃপর আমরা তথা হইতে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া কি দেখিলাম!— দেখিলাম,—এক ব্যক্তি শায়িত রহিয়াছে, অপর এক ব্যক্তি এক বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা উহার মস্তকে সজোরে

আঘাৎ করিতেছে। ফলে মস্তক চূর্ণ হইয়া প্রস্তর খণ্ড দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া শায়িত ব্যক্তির নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার চূর্ণীকৃত মস্তকের পুনর্গঠন হইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে আবার প্রস্তর দ্বারা মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইতেছে, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই উহা পুনর্গঠিত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ বারংবার চূর্ণীকৃত ও গঠিত হইতেছে। আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এরূপ করা হইতেছে কেন? উভয়ে বলিলেন,—আগে চল। অনন্তর আমরা তথা হইতে অগ্রসর হইলাম, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কি দেখিলাম!—দেখিলাম,—এক ক্ষুদ্র মুখ-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড গহ্বর। উহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, উহার মধ্যে বহু উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ রহিয়াছে। যে সময় অগ্নি সজোরে প্রধুমিত হইতেছে তখন গহ্বরাভ্যান্তরস্থ নর-নারীগণ গহ্বর হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে। আবার অগ্নি তেজ যখন একটু কমিতেছে, অমনই তাহারা গহ্বরের নিম্নদেশে যাইয়া স্থিত হইতেছে। আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে উভয়ে উত্তর করিল,—আগে চল। অতঃপর আমরা আগে চলিলাম, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কি দেখিতেছি!—দেখিতেছি যে,— সম্মুখে এক রক্ত নদী। নদীর তীরে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহার সম্মুখে বহু প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। আর দেখিলাম রক্ত-নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে তীরে উঠিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতেছে। যখনই নদীতীরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে

নির্ম্মম-ভাবে আঘাত করিতেছে যে, সে সাংঘাতিক আক্রান্ত যাইয়া নদীর মধ্যস্থলে যাইয়া তবে অব্যাহতি পাইতেছে। এইরূপ সে অনবরতঃ তীরে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে এবং অনবরতঃ প্রস্তরাঘাতে ভীষণ আঘাৎ পাইয়া রক্ত-নদীর মধ্যস্থলে যাইয়া অব্যাহতি পাইতেছে। তাহার প্রতি ঐরূপ নির্ম্মম ব্যবহার দেখিয়া আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—আগে চল। অতঃপর আমরা তথা হইতে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক সুবৃহৎ মনোরম বাগানে উপনীত হইলাম। বাগানের এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে এক বৃদ্ধ ও অনেকগুলি বালক বসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম। আর দেখিলাম সেই বৃক্ষের অদূরে আর এক ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে, উহার সম্মুকে অগ্নি জ্বলিতেছে এবং সেই ব্যক্তি ঐ অগ্নি প্রধুমিত করিতেছে। অতঃপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে সেই বৃক্ষের উপর উঠাইল। দেখিলাম সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের মধ্যে একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। আমাকে সেই গৃহ মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। আমি তদ্রূপ গৃহ আর কখনও দেখি নাই। গৃহমধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা বিস্তর দেখিলাম। তৎপর গৃহ হইতে আমাকে বাহির করিয়া আরও উপরে উঠান হইল। উপরে উঠিয়া তথায় আরও অধিক সুন্দর একখানি গৃহ দেখিলাম। সেই গৃহ মধ্যেও আমাকে লইয়া যাওয়া হইল। দেখিলাম—গৃহমধ্যে বহু বৃদ্ধ ও যুবক রহিয়াছে। আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, তোমরা আমাকে এত সময় ঘুরাইয়াছ এবং এতগুলি ব্যাপার দেখি-

ব্যক্তিকে তুমি দেখিয়াছ—যাহার গলদেশ ছেদ করা হইতেছে, সেই ব্যক্তি মিথ্যুক, মিথ্যা বলিতে সে আদৌ ভয় পাইত না। কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহার প্রতি ঐরূপ শাস্তি হইতে থাকিবে। আর সেই ব্যক্তিকে তুমি দেখিয়াছ—যাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইতেছে,—আল্লাতায়ালা তাহাকে কোরাণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কি দিবা কি রাত্র সে তাহার (কোরাণের) প্রতি আদৌ আমল করে নাই। কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহার প্রতি ঐরূপ শাস্তি হইতে থাকিবে। আর সেই ব্যক্তিদিগে তুমি দেখিয়াছ—যাহারা অগ্নি গহ্বরের মধ্যে উচ্ছালিত হইতেছিল, তাহারা জেনাকার (ব্যভিচারী) আর সেই ব্যক্তিকে তুমি দেখিয়াছ,—যে রক্ত-নদীতে নির্য্যাতিত হইতেছিল সে সুদখোর। আর সেই বৃক্ষতলে তুমি যে বৃদ্ধকে দেখিয়াছ—তিনি হজরত এবরাহিম (আঃ) আর তাঁহার নিকটে যে বালকগুলিকে দেখিয়াছ তাহারা লোকদিগের শিশু সন্তানগণ। আর যে ব্যক্তি অগ্নি প্রধুমিত করিতেছে তিনি দোজখের দারোগা, তাঁহার নাম মালেক। আর প্রথম যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে সেই গৃহ সাধারণ মোসলমানদিগের জন্য। দ্বিতীয় গৃহটী, শহীদ (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি) দিগের জন্য। আমরা আল্লার ফেরেস্তা, আমার নাম জিব্রাইল, আমার সঙ্গীর নাম মেকাইল। অতঃপর আমাকে বলিল,—ঊর্দ্ধ মুখে চাও, আমি ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখি—মাথার উপর এক খণ্ড শাদা মেঘ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীদ্বয় বলিল,— ঐ তোমার গৃহ। তখন আমি বলিলাম, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি আমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করি। সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, এখনও তোমার

আয়ু শেষ হয় নাই ; আয়ু শেষ হইলে এখনই প্রবেশ করিতে পারিতে।"

উপদেশ—পাঠক ! স্মরণ রাখিবেন, পায়গাম্বরদিগের স্বপ্ন অহি সমতুল্য। উল্লিখিত ঘটনাবলী অলিক নহে, হাদিসের উক্তি। উপরোক্ত হাদিস দ্বারা আমরা কোন্ কোন্ বিষয় অবগত হইলাম ? আমরা অবগত হইলাম,—মিথ্যাবাদির প্রতি, আলেম বে-আমলের প্রতি, ব্যভিচারী অর্থাৎ জেনাকারের প্রতি, সুদখোরের প্রতি, জঘন্য যন্ত্রনা-দায়ক শাস্তির কথা। অতএব যাহাদের মধ্যে ঐ ঐ কুস্বভাব বিদ্যমান, আশা করি—জনাব রসুলে আকরাম (সঃ) সাহেবের উল্লিখিত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিষয় অবগত হইয়া তাঁহারা চরিত্র সংশোধন পক্ষে যত্নবান হইয়া ঐ সমুদয় কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন। আল্লা মোসলমানদিগকে ঐ সকল অনিষ্টকর কার্য্য হইতে দূরে রাখুন।

আকিদা সমূহের বর্ণনা।

প্রথম আকিদা—আদিতে সৃষ্টি সমুহের কিছুই ছিলনা, পরে আল্লারই সৃজনে সমুদয় স্থিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আকিদা—আল্লা অদ্বিতীয়, তিনি কোন বিষয়ে কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কাহারও জনক নহেন এবং কাহারও কর্ত্তৃক তিনিও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার কোন

ভার্য্যা নাই এবং এমন কেহ নাই যে তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারে।

তৃতীয় আকিদা—তিনি সর্ব্বদা-ই আছেন এবং সর্ব্বদা-ই থাকিবেন।

চতুর্থ আকিদা—কোন বস্তু তাঁহার সদৃশ নহে। তিনি বস্তু ও জীবসমূহ হইতে অদৃশ্যে অবস্থান করেন।

পঞ্চম আকিদা—তিনি জীবিত, সমুদয় বস্তুর উপর তাঁহার শক্তি বিদ্যমান, কোন বস্তু তাঁহার বিদ্যার বহির্ভূত নহে। তিনি সমুদয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি কথা কহেন, কিন্তু তাঁহার কথা আমাদের কথার ন্যায় নহে। তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে বা কার্য্য পরিদর্শন করিতে কেহ নাই। তিনিই উপাসনার যোগ্য, তাঁহার কেহ অংশী নাই, তিনি তাঁহার দাস (বান্দা) গণের প্রতি অতিশয় দয়ালু। তিনিই বাদশাহ, দোষ সমূহ হইতে পবিত্র। তিনিই তাঁহার দাসগণকে সমুদয় বিপদাপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনিই সম্মানিত এবং অহঙ্কারের যোগ্য। যাবতীয় সৃষ্টির তিনিই স্রষ্টা। তিনি কাহারও সৃষ্ট নহেন। তিনি অপরাধ ক্ষমাকারী। তিনি প্রতাপান্বিত। তিনি মহা-দাতা। আহারীয় বিতারক। যাহাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাহাকে ইচ্ছা নির্ধন করিয়া থাকেন। যাহাকে ইচ্ছা উন্নত এবং যাহাকে ইচ্ছা অধঃপতিত করেন। যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা অধম করিয়া থাকেন। তিনি ন্যায়-বিচারক এবং অতিশয় সহিষ্ণু। তিনি ভক্তের উত্তম বিনিময় প্রদানকারী এবং প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণকারী। তিনি

সকলেরই পালক, রক্ষক এবং শাসক। তাঁহার প্রতি আদেশ-কারী কেহই নাই। তাঁহার কোন কার্য্যই কীর্ত্তিশূন্য নহে। কার্য্যের সফলতা তাঁহারই কর্ত্তৃক। তিনিই সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই শেষ (কেয়ামত) দিবসে পুনরায় সৃজন করিবেন। তিনিই জীবিত এবং মৃত করেন। নিদর্শন ও প্রশংসা সমূহ দ্বারা সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারে। তাঁহার তত্ত্ব-বিষয় কেহই অবগত নহে। পাপীর অনুতাপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাস্তির যোগ্য ব্যক্তিই তাঁহার বিচারে শাস্তি পাইবে। তিনি সৎপথ প্রদর্শন করেন। জগতে যাহা কিছু ঘটে তাঁহার-ই ইঙ্গিতে ঘটিয়া থাকে। তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতিরেকে একবিন্দু বারিপাত হয় না বা বৃক্ষের একটী পত্রও নড়ে না। তিনি নিদ্রা যান না, সৃষ্টি সমূহের তত্ত্বাবধান বিষয়ে তিনি ক্লান্ত নহেন, সৃষ্টি সমূহের মূলে একমাত্র তিনিই। স্তুতি বা প্রশংসা সমূহ তাঁহারই যোগ্য। নিন্দা, দোষ ও ত্রুটী সমূহ হইতে তিনি পবিত্র।

ষষ্ঠ আকিদা—যাবতীয় প্রশংসা তাঁহাতে অক্ষয়রূপে চির-বিদ্যমান।

সপ্তম আকিদা—প্রাণী বিশেষের গুণ, কীর্ত্তি ও প্রশংসা সমূহ হইতে তিনি পবিত্র। তাঁহার পবিত্র-বাণী ও তদীয় প্রেরিত পুরুষের কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, আদেশ উপদেশ, সমুদয় নিঃসন্দেহ সত্য।

অষ্টম আকিদা—জগতে যাহা কিছু হিত অহিতের আবি-র্ভাব হয়, তাহা আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে তিনি তদ্বিষয়ে বরাবর হইতে জ্ঞাত। তক্‌দির বা অদৃষ্ট লিখন বলিতে তিনিই।

অহিত বা অনিষ্টকর পদার্থ সমূহের সৃজনে বহু ভেদ রাখিয়াছে, যাহা সকলে অবগত নহে।

নবম আকিদা—দয়াময় প্রভু, তাঁহার দাসগণকে জ্ঞান এবং ইচ্ছা দান করিয়াছেন। যদ্দারা তাহারা পাপ ও পুণ্য-কার্য্য নিজের ইচ্ছানুযায়ী করিতে সক্ষম। পরন্তু কোন কার্য্য সৃষ্টি তদীয় দাসগণের ক্ষমতার অতীত। প্রভু পাপ কার্য্যে অসন্তুষ্ট এবং পুণ্য কার্য্যে সন্তুষ্ট হন।

দশম আকিদা—আল্লা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি তাহাদের সাধ্যাতীত কার্য্যের আদেশ করেন নাই।

একাদশ আকিদা—কোন বস্তু-বিষয়ে আল্লার প্রতি দায়ীত্ব নাই, তিনি যাহা কিছু অনুগ্রহ করেন তাহা তাঁহার দয়া।

দ্বাদশ আকিদা—বহু পায়গাম্বর আল্লার প্রেরিত বান্দাগণকে সৎপথ প্রদর্শন জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা আল্লা-ই জানেন। তাঁহাদের সত্যতা জ্ঞাপনার্থে আল্লা তাঁহাদের কর্ত্তৃক এমন এমন গুরুতর ও অলৌকিক কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যাহা সাধারণ লোকের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। সেই সমুদয় অলৌকিক ব্যাপারকে আরবী ভাষায় "মোজেজাহ" বলা হয়। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হজরত আদম (আঃ) ছিলেন ও সকলের শেষে হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ), এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অন্যান্য পায়গাম্বরগণ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত পায়গাম্বরগণ বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন। যথা—হজরত নূহ (আঃ), হজরত এবরাহিম (আঃ), হজরত এছহাক (আ), হজরত এস্মাইল (আ), হজরত ইয়াকুব (আঃ), হজরত ইউছফ (আঃ), হজরত

দাউদ (আঃ), হজরত সোলায়মান (আঃ), হজরত আইউব (আঃ), হজরত মুছা (আঃ), হজরত হারুণ (আঃ), হজরত জাকারিয়া (আঃ), হজরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ), হজরত ইছা (আঃ), হজরত এল্ইয়াছ (আঃ), হজরত ইউনছ (আঃ), হজরত লুৎ (আঃ), হজরত ইদ্রিছ (আঃ), হজরত ছালেহ্ (আঃ), হজরত হুদ (আঃ), হজরত সোয়ায়েব (আঃ)।

ত্রয়োদশ আকিদা—পায়গাম্বরগণের সংখ্যা মোট কত ছিল তাহা আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও জানান নাই। অতএব এইরূপ আকিদা পোষণ করা কর্ত্তব্য যে, আল্লার প্রেরিত যত পায়গাম্বর ছিলেন সকলেরই প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি।

চতুর্দ্দশ আকিদা—পায়গাম্বরদিগের পরস্পরের সম্মান পরস্পর অপেক্ষা অধিক। উচ্চ সম্মানে আমাদের প্রিয় পায়গাম্বর মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে অ সাল্লাম সকলের শীর্ষস্থানীয়। ইঁহার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন পায়গাম্বর হন নাই এবং শেষ দিবস (কেয়ামত) পর্য্যন্ত হইবেনও না। ইনি-ই শেষ-নবী। কেয়ামত পর্য্যন্ত যত মানুষ, যত জ্বেন সৃষ্টি হইবে ইনি তৎসমুদয়েরই পায়গাম্বর।

পঞ্চদশ আকিদা—আমাদের প্রিয় পায়গাম্বর সাহেবকে আল্লা জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে বায়তুল মোকাদ্দসে এবং তথা হইতে সপ্ত আকাশে, তথা হইতে যে পর্য্যন্ত আল্লার ইচ্ছা ছিল লইয়া গিয়াছিলেন। তৎপর পুনরায় তাঁহাকে মক্কায় পৌঁছাইয়া দেন। এই ব্যাপারকে "মে'রাজ" বলা হয়।

ষোড়শ আকিদা—দয়াময় আল্লাহ তাঁহার এক জাতি সৃষ্টকে নূর অর্থাৎ জ্যোতি দ্বারা পয়দা করিয়া আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ফেরেশ্‌তা বলা হয়। ফেরেস্তাদিগের প্রতি বহু কার্য্য সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। তাঁহারা আল্লার আদেশের বিপরীত কোন কার্য্য করেন না। যে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে সেই কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন ফেরেস্তার নাম বিশেষভাবে খ্যাত। হজরত জেব্রাইল (আঃ), হজরত মিকাইল (আঃ), হজরত এস্‌রাফিল (আঃ), হজরত আজরাইল (আঃ)। দয়াময় আল্লাহ তাঁহার এক জাতি সৃষ্টকে অগ্নি দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। তাহারাও আমাদের চক্ষের অগোচরে বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগকে "জ্বেন" বলা হয়। এই জ্বেন জাতির মধ্যে অভিশপ্ত ইবলিছ শয়তান-ই অধিকতর মশহুর। জ্বেন দিগের মধ্যেও মানুষের ন্যায় ভাল মন্দ সকল রকম জ্বেন আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদেরও সন্তান-সন্ততি হইয়া থাকে।

সপ্তদশ আকিদা—কোন মোসলমান যখন শুদ্ধ অন্তঃকরণে আল্লার এবাদত বন্দেগী করিতে ও পাপ কার্য্য হইতে সভয়ে দূরে থাকে এবং পার্থিব সুখানুসুখের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করে আর জনাব পায়গাম্বর সাহেবের সর্ব্বতোভাবে পদাঙ্কানুসরণ করে, তখন সেই ব্যক্তি আল্লার প্রিয়-পাত্রে গণ্য হয়। এই সাধু-পুরুষকে আরবী ভাষায় "অলী" বলা হইয়া থাকে। সাধনার বলে এই "অলী" ব্যক্তির দ্বারা এমন আশ্চর্য্যজনক কার্য্য সম্পাদিত হয় যাহা অন্যের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই আশ্চর্য্যজনক কার্য্যকে "কেরামত" বলে।

অষ্টদশ আকিদা—অলি যত বড় সাধু-পুরুষ হউন, নবীর সমতুল্য হইতে পারে না।

ঊনবিংশ আকিদা—আল্লার যেমনই প্রিয়-পাত্র হউক না কেন. যে পর্য্যন্ত জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ না পাইবে সে পর্য্যন্ত শরিয়তের বিধি-ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলা তাঁহার প্রতি ফরজ। শয়তানের অনুচর-জ্ঞানে বেশরাহ্ সাধকের নিকট হইতে শত যোজন দূরে থাকা উচিত।

বিংশ আকিদা—শরিয়ত পথের বিপরীত পথাবলম্বী ব্যক্তি আল্লার মিত্র নহেন বরং শত্রু। যদিও সে কোনরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেয়, তাহাকে যাদুকর বা শয়তানের অনুচর জ্ঞান করিবে।

একবিংশ আকিদা—যাঁহারা প্রকৃত অলী, নিদ্রাবস্থায় বা জাগ্রতাবস্থায় কোন না কোন ভেদ-তত্ত্ব অবগত হওয়া তাঁহা-দের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া থাকে। ইহাকে আরবী ভাষায় "কাশ্ ফ" এবং এল্হাম্" বলা হয়। ঐরূপ ভেদ-তত্ত্ব অবগত সারা-সম্মতভাবে হইলে স্বীকার্য্য নচেৎ পরিত্যজ্য।

দ্বাবিংশ আকিদা—আল্লা এবং তদীয় রসুল এস্লাম ধর্ম্ম-বিষয়ক সমুদয় বিধি-ব্যবস্থা কোরাণ, হাদিসে বিবৃত করিয়া-ছেন। অতএব ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন নূতন কার্য্য আবিষ্কার করা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। তদ্রূপ নূতন কার্য্য বেদ্-আৎ নামে অবিহিত। বেদ্-আৎ—ভয়ঙ্কর পাপ।

ত্রয়োবিংশ আকিদা—দয়াময় আল্লা আকাশ হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুগ্রন্থ জিব্রাইল ফেরেস্তার মারফত বহুপায়গাম্বরের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ

ওম্মতদিগকে ধর্ম্মের আদেশ নিষেধ বিষয়ে অবহিত করেন। তৎসমুদয়ের মধ্যে চারি খানি গ্রন্থ অতিশয় প্রসিদ্ধ। হজরত মুছা (আঃ) প্রতি তওরিত, হজরত দাউদ (আ) এর প্রতি জবুর, হজরত ইছার (আ) প্রতি ইঞ্জিল এবং আমাদের মহা-মাননীয় পরম-প্রিয় শেষ পায়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি কোরাণ অবতীর্ণ হয়। মহাগ্রন্থ কোরাণ-ই শেষ গ্রন্থ। কেয়ামত পর্য্যন্ত আকাশ হইতে আর কোন গ্রন্থ অব-তীর্ণ হইবে না। কোরাণের-ই আদেশ চির বলবৎ থাকিবে। পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অপরাপর গ্রন্থগুলির বহুলাংশে পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু কোরাণ মজিদের তত্ত্বাবধান ভার স্বয়ং মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং উহা দোষস্পর্শ হইবার নহে।

চত্বারিংশ আকিদা—যে সকল মোসলমান আমাদের মহামাননীয় পায়গাম্বর সাহেবকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে "সাহাবা" বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের উচ্চ সম্মান সম্বন্ধে বহুস্থলে উল্লেখ আসিয়াছে। তাঁহাদের সহিত ভালবাসা পোষণ ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া উচিত। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে কলহ বিবাদ ছিল এরূপ দৃষ্টি হইলে তাহা ভুলবশতঃ ঘটিয়াছিল মনে করিবে। তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। তাঁহাদের মধ্যে চারি জন সাহাবা সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানস্পদ ছিলেন। প্রথম—হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজি), রসুলুল্লার পরে ইনিই প্রথম খলিফাপদে অভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় খলিফাপদে হজরত ওমর (রাজি), তৎপর হজরত ওসমান, ইনি তৃতীয় খলিফাপদে,

তৎপর হজরত আলি, ইনি চতুর্থ খলিফাপদে বরিত হন।

পঞ্চবিংশ আকিদা—সাহাবাগণের এতাধিক সম্মান যে, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর অলী ও সম্মানে নিম্নশ্রেণীর সাহাবার সমতুল্য নহেন।

ষড়্‌বিংশ আকিদা—জনাব রসুলে আকরাম (স) এর সন্তান-সন্ততি ও ভার্য্যাগণ সকলেই সম্মানের যোগ্য। সন্তান-গণের মধ্যে হজরত ফাতেমা (রাজি) এর সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সপ্তবিংশ আকিদা—মোসলমানের ইমান ঐ সময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—যখন সে সকল কার্য্যে, সকল অবস্থায় আল্লা ও রসুলকে সত্য জ্ঞান করে এবং আল্লা ও তদীয় রসুলের আদেশ নিষেধ মান্য করিয়া চলে। আল্লা ও তাঁহার রসুলের কোনও কথায় সন্দেহ করা, অথবা কোন কথা মিথ্যা জানা কিম্বা তাহাতে দোষ বাহির করা, অথবা তাহার সহিত রহস্য ব্যাঙ্গোক্তি করা এই সমুদয় কার্য্যে ইমান নষ্ট হইতে থাকে।

অষ্টবিংশ আকিদা—কোরাণ এবং হাদিসের সুস্পষ্ট বিষয়গুলি অমান্য করতঃ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবৈধ যুক্তি আদির অবতারণা করা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা।

উনত্রিংশ আকিদা—পাপ কার্য্যকে বৈধ মনে করিলে ইমান নষ্ট হইতে থাকে।

ত্রিংশ আকিদা—পাপ-কার্য্য তাহা যত বড়ই হউক, যে পর্য্যন্ত তাহাকে মন্দ ভাবিতে থাকিবে, ইমান নষ্ট হইবে না বরং দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

একত্রিংশ আকিদা—আল্লা হইতে নির্ভয় অথবা নিরাশ

হইয়া যাওয়া কোফরিতে গণ্য।

দ্বাত্রিংশ আকিদা—কাহারও নিকট দৈব-সংক্রান্ত কথা জিজ্ঞাসা করা এবং তাহা বিশ্বাস করা প্রকাশ্য কোফরী।

আকিদা—দৈব (গায়েব) অবস্থার বিষয় আল্লাহ তায়ালাই জানেন। নবীগণ অহি দ্বারা এবং অলিগণ এল্‌হাম (এল্‌হাম অর্থে এস্থলে সাধনা) দ্বারা এবং সাধারণ লোক নিদর্শন দ্বারা কোন কোন দৈব বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন।

আকিদা—কাহারও নাম উল্লেখে কাফের বলা অথবা অভিশম্পাৎ (লানৎ) করা ভয়ঙ্কর পাপ। অবশ্য এরূপ বলায় দোষ নাই যে, জালেমদিগের প্রতি, মিথ্যুকদিগের প্রতি আল্লার অভিশম্পাৎ। পরন্তু যাহাদের নাম উল্লেখে আল্লা ও তাঁহার রসুল লানৎ করিয়াছেন বা তাহাদের কাফের হওয়া পক্ষে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাদিগকে কাফের মালাউন বলিতে দোষ নাই।

আকিদা—যখন মানুষ মরিয়া যায়, তাহাকে কবরস্থ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এবং কবর দেওয়া সম্ভবপর না হইলে যথায় সে নীত হয় তথায় মোনকের নকীর নামক ফেরেস্তা-দ্বয় আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার ধর্ম্ম কি ছিল? কে তোমার রসুল? সেই ব্যক্তি মোমেন হইলে, যথাযথ উত্তর দিতে পারিবে। তখন তাহার জন্য কবরে অথবা সে যথায় যেভাবে নীত হইয়া থাকুক, তথায় স্বর্গীয় সুখ-শান্তি লাভ করিতে থাকিবে। আর যদি সেই ব্যক্তি কাফের হয় তবে ফেরেস্তাদ্বয়ের উত্তরে ইহাই বলিবে যে, "আক্ষেপ আমি কিছুই জানি না, হায় আক্ষেপ

আমি কিছুই জানি না।" তখন তাহার প্রতি কঠিন শাস্তি হইবে এবং ঐ প্রকার শাস্তি কেয়ামত পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে।

আকিদা—মৃতের যাহা গতি হইবে তদ্বিষয়ে তাহাকে তাহার মৃত্যু অন্তে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় অবগত করান হইবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি বেহেস্তী হইলে তাহাকে বেহেস্ত প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদান করা হইতে থাকিবে, আর দোজখী হইলে তাহাকে দোজখ দেখান' ও ভাবী দুঃখ কষ্টের কথা শুনান' হইতে থাকিবে।

আকিদা—মৃতের উদ্দেশে দোওয়া করা হইলে ও খয়রাতাদি দানে সওয়াব বখ্‌শিয়া দেওয়া হইলে তদ্দারা মৃত ব্যক্তির বহু উপকার হইয়া থাকে।

আকিদা—আল্লা এবং তাঁহার রসুল কেয়ামত সম্বন্ধে যে সকল নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। এমাম মেহ্‌দী আলায়হেচ্ছালাম আবির্ভূত হইবেন এবং নিরাতিশয় ন্যায় বিচারের সহিত জগৎ শাসন করিবেন। তৎপর কানা দজ্জাল আসিয়া জগৎকে অরাজক, অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। অতঃপর হজরত ইছা (আঃ) আছমান হইতে অবতরণ করতঃ কানা দজ্জালকে হত্যা করিবেন। ইয়াজুজ মাজুজ অদম্য প্রতাপসহ আগমন করতঃ জগৎকে টলটলায়মান করিয়া তুলিবে। পরিশেষে আল্লার ক্রোধে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে। এক ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট জানোয়ার আবির্ভূত হইয়া মানুষের সহিত কথা কহিবে। পশ্চিম দিক্ হইতে সূর্য্যোদয় হইবে। জগৎ হইতে কোরাণ মজিদ উঠিয়া যাইবে। সামান্য দিনে সমুদয় মোসলমানের মৃত্যু এবং

জগতে কাফেরদিগের আধিপত্য স্থাপিত হইবে। এই সমুদয় ব্যতিরেকে বহু ব্যাপার সংঘটিত হইবে।

আকিদা—কেয়ামতের পূর্ব্বাহ্নিক নিদর্শন সমূহের প্রকাশ সম্পূর্ণ হইলে তৎপর কেয়ামত দেখা দিতে থাকিবে। আল্লার আদেশে হজরত এস্রাফিল (আঃ) সুরে (১) ফুৎকার করিবেন। সুরের ফুৎকারে আকাশ ও মৃত্তিকা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। সমুদয় সৃষ্টি ধ্বংস পাইবে। পরন্তু যাহাকে রক্ষা করিতে আল্লা ইচ্ছা করিবেন সেই-ই নিজের অবস্থায় স্থিত থাকিবে। এই অবস্থায় বহু সময় কাটিয়া যাইবে।

আকিদা—তৎপর আল্লা যখন বিধ্বস্থ সৃষ্টি সমূহ সৃজন-ইচ্ছা করিবেন, তখন পুনরায় সুর ফুৎকারিত হইবে। ফলে সমুদয় সৃষ্টি পুনঃ সৃষ্টি হইবে। মৃতগণ জীবিত হইয়া হাসরের ময়দানে একত্রিত হইবে। হাসরের সেই দুঃসহনীয় জ্বালাময়ী কষ্টের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় সকলে পায়গাম্বর-দিগের নিকট ছোফারেশ প্রার্থী হইবে। সেদিন পায়গাম্বরগণ নিজেরা-ই "নফ্সী" "নফ্সী" অর্থাৎ আজ আমার উপায় কি হইবে, আজ আমার উপায় কি হইবে বলিতে থাকিবেন। কেবল মাত্র আমাদের পরম-প্রিয় পায়গাম্বর জনাব হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহো আলীয়হে অ সল্লাম ছোফারেশ করিবেন। ওজনের দাঁড়ী-পাল্লা দাঁড় করান' হইবে এবং সদাসৎ কার্য্যাবলী ওজন করা যাইবে। তৎপর তৎসম্বন্ধীয় বিচার হইবে। পুণ্যাত্মাগণ বিচার-ফলপত্র

(১) সুর বৃহৎ শৃঙ্গ আকৃতি আকাশীয় বংশী। —অনুবাদ ক।

(আমল নামা) দক্ষিণ হস্তে এবং পাপাত্মাগণ বাম হস্তে প্রাপ্ত হইবে। আমাদের প্রিয় পায়গাম্বর তাঁহার অনুগত উম্মত-গণকে হাওজ কাওসারের পানি পান করাইবেন। ঐ পানি দুধ অপেক্ষা শাদা এবং মধু অপেক্ষা মিষ্ট হইবে। "পুল-ছেরাৎ" অতিক্রম করিতে হইবে। পুণ্যাত্মাগণ উহা অতিক্রম করিয়া বেহেস্তে উপনীত হইবেন এবং পাপাত্মাগণ উহা অতিক্রম করিতে যাইয়া দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আকিদা—দোজখ সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে সাপ, বিছা এবং বহু প্রকার অনন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। দোজখীদিগের মধ্যে যাহাদের বিন্দু পরিমাণও ইমান থাকিবে, তাহারা তাহাদের পাপের শাস্তি ভোগ করিয়া অবশেষে পায়গাম্বর ও বোজর্গদিগের ছোফারেশে দোজখ হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেস্তে যাইবে, আর যাহারা কাফের এবং মোস্-রেক (আল্লার অংশীবাদী) হইবে তাহারা তথায় চিরকাল থাকিবে।

আকিদা—বেহেস্তও সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। উহাতে অনন্ত সুখ-শান্তি এবং অফুরন্ত ভোগ-বিলাস ও আহারীয় সামগ্রী রহিয়াছে। বেহেস্তিগণের কোন প্রকার ভয় ও মনোকষ্ট থাকিবে না। তাঁহারা তথায় চিরবাসী হইবেন।

আকিদা—ক্ষুদ্র পাপে শাস্তি দেওয়া এবং বৃহৎ পাপ ক্ষমা করা আল্লার-ই ইচ্ছাধীন।

আকিদা—সের্‌ক এবং কোফর ব্যতীত অপর যে শ্রেণীর পাপ হউক আল্লা ইচ্ছা করিলে নিজ দয়ায় ক্ষমা করিবেন

দিগকে আল্লা ক্ষমা করিবেন না। তাহারা দোজখের চির-অধিবাসী হইবে—কস্মিনকালে তাহাদের মুক্তি নাই।

আকিদা—যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া আল্লা ও তাঁহার রসুল তাঁহাদের বেহেস্তী হইবার সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদের ভিন্ন অপর কাহারও বেহেস্তী হওয়ার সঠিক হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না। অবশ্য দিন ইমানের চিহ্ন দেখিয়া লোকের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত।

আকিদা—বেহেস্তে বেহেস্তবাসাদিগের জন্য আল্লার দিদার-ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নেয়ামত। সকল নেয়ামতেরই আস্বাদ, দিদার-এলাহী রূপ নেয়ামতের আস্বাদের নিকট পরাস্ত হইবে।

আকিদা—ভূজগতে মানুষ বাঁচিয়া থাকা অবস্থায় আল্লাকে দেখিতে পায় নাই এবং দেখিতে পাওয়া সম্ভবপরও নহে।

আকিদা—আজীবন যে কোন ব্যক্তি যেমনই পাপী বা পুণ্যবান থাকুক তাহার, জীবন-বায়ু যে অবস্থার (অর্থাৎ ইমান সহ বা বেইমানীর) উপর বাহির হইবে সেই অবস্থানুযায়ী সে সুফল বা কুফল প্রাপ্ত হইবে।

আকিদা—জীবনের মধ্যে মানুষ যখন ইচ্ছা তওবা করিলে বা এসলাম গ্রহণ করিলে আল্লা কবুল করেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অর্থাৎ জীবন-বায়ুর বহির্গমন কালে শাস্তি-কারক ফেরেস্তার ভীমমূর্ত্তি দর্শনের উপক্রমে তওবা করিলে বা এসলাম গ্রহণ করিলে, তাহা খোদার দরবারে মঞ্জুর হইবার নহে।

বিনীত নিবেদন।

বেহেস্তি জেওরের সহৃদয় পাঠক পাঠিকে ! আমি ইচ্ছা করিতেছি অতঃপর সেই সকল বিষয়-সংক্রান্ত আলোচনা আপনাদিগের নিকট উপস্থাপন করিব, যদ্দ্বারা মোসলমান-দিগের দিন ইমানের ক্ষতি সাধিত হয়। আমি আশা করি— আমার প্রিয় ভ্রাতা ভগ্নিগণ, সেই সমুদয় অনিষ্টকর স্বভাব, চলন ও কার্য্য হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। ঐ সমুদয়ের মধ্যে ঐরূপ অনেক কার্য্য আছে যাহা স্পষ্টতঃ কোফর এবং সেরূক। আর কতকগুলি এমন কার্য্য আছে যাহা কোফর ও সেরূকের নিকটবর্ত্তী। অপর কতকগুলি কার্য্য যাহা বেদ্-আৎ অর্থাৎ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। আর কতকগুলি এরূপ কার্য্য আছে, যাহা কেবল মাত্র পাপ নামে অভিহিত। ফলকথা ঐ সমুদয় কার্য্য হইতেই দূরে থাকা একান্ত আবশ্যক। উপরোক্ত বিষয় সমূহের আলোচনা শেষ হইলে পাপ কার্য্যের যদ্দ্বারা ইহকালেরও ক্ষতি এবং পুণ্যকার্য্যের যদ্দ্বারা ইহকালেরও মঙ্গল সাধিত হয় তাহার আলোচনা করিব। যেহেতু ইহকালের লাভ লোক্‌সানের-ই চিন্তা আমরা অধিক স্থলে করিয়া থাকি। ইহা অসম্ভব নহে যে, ইহকালের লাভ লোক-সানের চিন্তা করিতে যাইয়া আমাদের কিছু পুণ্যার্জ্জন ও পাপ দূরীকরণ শক্তি লাভ হয়।

কোফর এবং সের্‌ক সম্বন্ধীয় কথা।

কোফর অর্থাৎ এসলামে অবিশ্বাস-মত পোষণ করা, কোফরী কার্য্যকলাপকে ভালবাসা, কাহারও দ্বারায় কোফরী করান'—কোন কারণে নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অনুতপ্ত হওয়া। যথা—যদি মোসলমান না হইতাম, তাহা হইলে আমার এই লাভ হইত। পুত্র কন্যাদির কাহারও মৃত্যুতে মনোকষ্ট করিয়া এইরূপ বলা যে, আল্লা কেবল ইহারই মরণ রাখিয়াছিল, দুনিয়ার মধ্যে মরিবার জন্য কেবল এই-ই ছিল; আল্লার ইহা উচিত ছিল না। এমন জুলুম কেহই করে না —হে খোদা! তুমি যেমন জুলুম করিলে!—(মায়াজাল্লা)। তাঁহার রসুলের কোন কথাকে মন্দ জানা, তাহাতে কোন নবী বা ফেরেস্তাকে হেয়জ্ঞান করা, তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা, কোন বোজর্গ বা পীর ব্যক্তির উদ্দেশে এরূপ মত পোষণ করা যে, আমাদের সকল অবস্থা বিষয়ে তিনি জ্ঞাত আছেন। দৈবক বা যাহাদের জ্বেন বশ আছে, তাহাদের নিকটে দৈব সম্বন্ধীয় কথা জিজ্ঞাসা করা, কিম্বা ফাল খোলান এবং তাহা সত্য মনে করা, কোন বোজর্গের উক্তিতে ফাল দেখিয়া তাহাতে দৃঢ় দূরান্তর হইতে কাহাকেও ডাকিয়া বিশ্বাস করা যে, তিনি তাহার কথা শুনিতেছেন, কাহাকেও লাভ লোকসানের মালিক জ্ঞান করা, কাহারও নিকট (মানুষের সাধ্যের অতীত প্রার্থনা পূরণ বিষয়ে) প্রার্থনা করা, যথা—ধন সম্পত্তি, বিষয় আশয় বা পুত্র কন্যা চাওয়া, কাহারও

ছাগল গরু আদি ছাড়িয়া দেওয়া, কাহারও নামে মানস (মেন্নত) মানা, কাহারও কবর বা ঘরের তওয়াফ করা, আল্লার হুকুমের সম্মুখে কাহার কথা বা কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা, কাহারও সম্মুখে হেটমুণ্ড হওয়া বা ছবির ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া থাকা, কাহারও নামে কোন হালাল জানোয়ার জবেহ করা, জ্বেন, ভুত, পেত্নী ইত্যাদির ছাড়িয়া দিবার জন্য উহাদের ভোগ দেওয়া, কাহারও দোহাই দেওয়া; কোন স্থান বিশেষকে কাবা শরীফের ন্যায় আদব ও তাজিম করা, কাহারও নামে পুত্র কন্যাদির নাক কাণ ছিদ্র করা, বাহুতে কাহারও নামীয় পয়সা আদি বাঁধিয়া রাখা, মাথায় টিকি রাখা, জট রাখা, গলায় বধি পরা, আলি বখ্শ, হোসেন বখ্শ, আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা, কোন বোজর্গের নামে কোন জানোয়ার রাখিয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, জগতের সাময়িক ঘটনাবলী নক্ষত্ররাজির ক্রিয়াফল জ্ঞান করা, ভাল মন্দ দিন তারিখ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা, কোন মাস বা দিন তারিখকে মন্দ জ্ঞান করা, অজিফার ন্যায় কোন বোজর্গের নাম জপ করা এবং বলা যথা—আল্লাহ্ আর রসুল যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এ কাজ হইবে। অর্থাৎ রসুল (সঃ) কে আল্লার সমতুল্য জ্ঞান করা, কাহারও নামের বা মাথার কছম করা, তসবির অর্থাৎ কাহারও মূর্ত্তি বা ছবি রাখা এবং উহার সম্মান করা।

বেদ্-আৎ, কুপ্রথা সমূহ এবং কুপ্রথা সমূহের কথা।

কবরের উপর ধূমধামের মেলা করা, প্রদীপ জ্বালান, তথায় স্ত্রীলোকদিগের যাওয়া, কবরের উপর উত্তম চাদর বিছান, পাকা কবর প্রস্তুত করা, বোজর্গদিগের সন্তুষ্টি করণ জন্য তাঁহাদের কবরের প্রতি অযথা সম্মান প্রদর্শন করা, তাজিয়া বা কবরে চুমা দেওয়া, উহার মাটি হাতে মুখে মলা, তওয়াফ এবং সেজ্‌দা করা, কবরের দিকে নামাজ পড়া, কবরে চাউল, মিঠাই আদি দেওয়া, তাজিয়া পূজা করা, তাহাতে হালুয়া মালিদা ইত্যাদি রাখা, তাজিয়া বা কবরের উদ্দেশে ছালাম করা, কোন বস্তু বা শক্তি বিশেষকে অস্পশ্য জ্ঞান করা, মহরম মাসে পান না খাওয়া, মেহদী না লাগান' পুরুষের নিকট উঠাবসা না করা, রঙ্গিন কাপড় না পরা, তিজা চল্লিশা ইত্যাদি অনুষ্ঠান অবশ্যকরণীয় জ্ঞানে পালন করা, বিধবা স্ত্রীলোকদিগের নেকা দেওয়া দোষণীয় মনে করা, নেকা, খৎনা ইত্যাদিতে সাধ্যাতীত হইলেও দেনা কর্জ্জ করিয়াও কালাচার দেশাচার পুরুষ পরম্পরাগত আচারাদির অনুষ্ঠান, হোলী, দেওয়ালী, গান-বাজনা, নাচ-তামাসা ইত্যাদি করা, কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সালাম স্থলে বন্দেগী ইত্যাদি বলা, অথবা কেবল মুখের সম্মুখে হাত উঠাইয়া হেটমুণ্ড হওয়া, স্বামীর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার, ফুফাতো, খালাতো ভ্রাতার বা অপর কোন দূর সম্পর্কীয় লোকের সম্মুখে বে-পর্দ্দায় আসা,

যাত্রা, তর্জ্জা, পুতুলনাচ ইত্যাদি করা বা দেখা, ঐ সকল অনুষ্ঠানে কোন প্রকার সহানুভূতি রাখা, জতি বা কৌলিণ্যের প্রতি অহ-ঙ্কার করা, কোন বোজর্গের বংশ হইতে মনে করিয়া নিজেকে নিষ্পাপ মনে করা, কাহাকেও ছোট লোক ইতর জাতি বলিয়া বিদ্রূপ করা, কোন হালাল পেশাকে ঘৃণ্য জ্ঞান করা, কাহারও সীমার অতিরিক্ত প্রশংসা করা, বিবাহাদিতে অন্যায় খরচ করা, নৌশাকে সারাহ-বিরুদ্ধ সাজে সজ্জিত করা, বিবাহে গান এবং আধুনিক ধরণের বাজনা ও আতশবাজী ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা, অথবা আমোদ প্রমোদ করা, বিবাহ পর গৃহাভ্যন্তরে একদল স্ত্রীলোকের মধ্যে নওশাকে লইয়া যাওয়া এবং স্ত্রীলোকদিগের নওশার সম্মুখে আসা, উকি ঝাকি মারিয়া নওশাকে দেখা, বয়োঃপ্রাপ্ত এবং যুবতী শালীদিগের সম্মুখে আসা, তাহাদের সহিত হাসি ঠাট্টা করা, দুলা দুল-হিনের শয়নকক্ষের চতুঃস্পার্শ্বে গোপনে অবস্থান করতঃ তাহা-দের কথাবার্ত্তা শুনা, উকি ঝাকি মারিয়া লজ্জিত করা, অহঙ্কার ভরে অধিক মোহর ধার্য্য করা, কাহারও মৃত্যু হইলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, বুক এবং মুখে চপেটাঘাৎ করা, বিনাইয়া কাঁদা, মৃতের ব্যবহৃত ঘড়ী ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা, তাহার পরিহিত বস্ত্রাদি অপবিত্র-জ্ঞানে ধোপার দ্বারা কাচাইয়া লওয়া, বহু দিনকাল সে ঘরে যথারীতি বসবাস না করা, প্রতি বৎসর মৃত্যু তারিখে বিস্মৃত ব্যথা স্মৃতিপটে ফলিত করা, অত্যাধিক বাবুগিরী – সখপ্রিয় হওয়া, গৃহে শয্যারূপে নানাবিধ ছবি বৃক্ষ লতাপাতাদি অঙ্কণ করা, সোনা রূপার খাসদান, আতরদান, সোরমাদানী ইত্যাদি ব্যবহার করা, মিহি কাপড় পরা, বাজ

নার শব্দ হয় এরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করা, পুরুষদিগের বৈঠকে যাওয়া, মেলা ইত্যাদিতে যাইয়া পুরুষদিগের ন্যায় বিচরণ করা, হস্তাদিতে কাহারও নাম বা কোন জীবাকৃতি বা অন্য কিছু অঙ্কিত করা, গৃহে আলোকমালায় সুশোভিত করা, দীর্ঘ-জীবন লাভ উদ্দেশ্যে ছেলেদিগের নাক বা কাণ ছিদ্র করিয়া দেওয়া, ছেলেদিগের হাতে বালা পরাইয়া দেওয়া, রেশমী রঙ্গের, লাল রঙ্গের কাপড় অথবা হাঁসুলি, ঘুঙ্গুর কিম্বা কোন অলঙ্কার পরাইয়া দেওয়া, দুর্ব্বলতার জন্য আফিঙ কিম্বা কোন পীড়ার কারণে বাঘের দুধ বা মাংস খাওয়ান' এই প্রকার বহু কার্য্য রহিয়াছে। নমুনা স্বরূপ যৎকিঞ্চিত বর্ণনা করা হইল।

বৃহৎ বৃহৎ পাপ কার্য্যাবলীর কথা।

আল্লার সহিত সেরেক করা, অন্যায় রূপে নরহত্যা করা, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগের কেহ কেহ সন্তান লাভের আশায় কাহারও শিশু সন্তানের প্রতি এই উদ্দেশ্যে টোট্‌কা (যাদু) করিয়া থাকে যে, সেই শিশুটী মরিয়া গেলে তাহার বন্ধ্যাদোষ ঘুচিয়া সে পুত্র লাভ করিবে। এরূপ কার্য্যও নরহত্যার অন্তর্ভূক্ত। পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া, জেনা করা, এতিম (পিতৃহীন) এর ধন-সম্পত্তি গ্রাস করা, কন্যাদিগের প্রাপ্য মিরাস অংশ না দেওয়া, যৎসামান্য সন্দেহে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারের দোষারোপ করা—তজ্জন্য জুলুম অত্যাচার

করা, কাহারও অজ্ঞাতে তাহার দুর্ণাম করা, আল্লার রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, ওয়াদা খেলাফ করা, পরের গচ্ছিত অর্থ খরচ করা, আল্লার কোন ফরজ যথা—নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত ছাড়িয়া দেওয়া, মিথ্যা বলা, মিথ্যা কসম খাওয়া, আল্লা ভিন্ন অপর কাহারও কসম খাওয়া, আল্লা ভিন্ন অপর কাহাকেও সেজ্‌দা করা, স্বেচ্ছায় নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া, কোন মোসলমানকে কাফের, বেইমান, আল্লার মারা, আল্লার অভিসম্পাৎগ্রস্ত, আল্লার শত্রু ইত্যাদি বলা, চুরি করা, সুদ খাওয়া, শস্যাদির মুল্য বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হওয়া, দর চুক্তি করতঃ শেষে জবরদস্তি রূপে কম দেওয়া, ভিন্ন স্ত্রীলোক-দিগের সহিত নির্জ্জনে উঠাবসা করা, জুয়া-খেলা, কাফের-দিগের রীতিনীতি ভালবাসা, নাচ দেখা, গান বাজনা শুনা, ক্ষমতা সত্ত্বেও উপদেশ না দেওয়া, ঠাট্টা বিদ্রূপ দ্বারা কাহাকেও অপদস্থ ও লজ্জিত করা, কাহারও দোষান্বেষণ করা।

পাপ কার্য্যে পার্থিব অপকারের কথা।

বিদ্যা হইতে বঞ্চিত থাকা, ভাগ্য অপ্রসন্ন হওয়া, সকল কার্য্যে অলসতা আসা, মন অপরিষ্কৃত থাকা, মনের বল কমিয়া যাওয়া, পুণ্যকার্য্য হইতে বঞ্চিত থাকা, আয়ু ক্ষয় হওয়া, তওবার সুযোগ না পাওয়া, আল্লার নিকটে অপদার্থ গণ্য হওয়া, জ্ঞানের বিলোপ সাধিত হওয়া, রসুলুল্লার পক্ষ হইতে তাহার প্রতি লানৎ বর্ষিত এবং ফেরেস্তাগণের দোওয়া

হইতে বঞ্চিত হওয়া, শস্যাদি যথারীতি উৎপন্ন না হওয়া, ঘৃণা লজ্জা দূরীভুত হওয়া, মন হইতে আল্লার ভয় বিদূরিত হওয়া, প্রভুদত্ত দান সমুহ হইতে বঞ্চিত হইতে থাকা, নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হওয়া, মতিগতির প্রতি শয়তানের আধিপত্য বিস্তার হওয়া, মনে অশান্তি লাগিয়া থাকা, মৃত্যুকালে মুখে কলেমা উচ্চারিত না হওয়া, আল্লার রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, তজ্জন্য বিনা তওবায় মরিয়া যাওয়া।

পুণ্যকার্য্যে পার্থিব উপকারের কথা।

ভাগ্য প্রসন্ন এবং সকল কার্য্যে বরকত হওয়া, কষ্ট এবং অশান্তি দূর হওয়া, বাঞ্ছা পূরণ, পথ পরিষ্কৃত হওয়া, জীবন সুখময় হইয়া উঠা, আবশ্যক সময়ে বৃষ্টিপাত হওয়া, বিপদাপদ দূরে সরিয়া যাওয়া, আল্লার দয়া ও সাহায্য আসিতে থাকা, প্রকৃত মান-সম্ভ্রম লাভ হওয়া, উচ্চ-সম্মান লাভ করা, সকলের প্রিয়-পাত্র হইয়া যাওয়া, উত্তরোত্তর সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইয়া উঠা, ধন বৃদ্ধি হইতে থাকা, মনের মধ্যে আনন্দ এবং ভরসা সংস্থাপিত হওয়া, বংশধরদিগের প্রতি এতদুপকার বর্ত্তিত হওয়া, জীবদ্দশায় দৈব সুসংবাদ লাভ হওয়া, মৃত্যুকালে ফেরেস্তাদিগের সুসংবাদ শুনান' এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, আয় বৃদ্ধি হওয়া, দরিদ্রতা এবং অন্নকষ্ট হইতে দূরে থাকা, সামান্য বস্তুতে অত্যাধিক বরকত হওয়া, আল্লাহ তায়ালার ক্রোধে নিবারিত হইতে থাকা।

অজুর বর্ণনা।

যিনি অজু করিবেন তাঁহার উচিত যে, কেবলার দিকে মুখ করিয়া কোন উচ্চ স্থলে বসেন। এবং অজু আরম্ভ কালে "বেছমিল্লাহ" পড়েন। তৎপর হস্তের তালুর নিকটস্থ গাঁইট সমেত তিন বার উভয় হস্ত ধৌত করেন তৎপর তিনবার কুলি এবং মেস্ওয়াক করেন। যদি মেস্ওয়াক না থাকে তবে কোন মোটা কাপড় কিম্বা অঙ্গুলী দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করেন। যদি রোজাদার না হন তবে ঘড়ঘড়ি দ্বারা মুখ গহ্বরে সর্ব্বস্থানে পানি পৌঁছাইয়া দেন। আর যদি রোজা রাখিয়া থাকেন, তবে ঘড়ঘড়ি দ্বারা মুখ গহ্বরের সর্ব্বস্থলে পানি পৌঁছাইবেন না।। কারণ তদবস্থায় ইহা সম্ভব নহে যে, কিছু পানি গলনালীতে প্রবেশ করে। তৎপর তিন বার নাকে পানি দিবেন এবং বাম হস্ত দ্বারা নাক পরিষ্কার করিবেন। কিন্তু রোজাদার ব্যক্তি নাকের অগ্রবর্ত্তী নরম মাংস ভাগের উপরে পানি লইয়া যাইবেন না। তৎপর তিনবার মুখ ধুইবেন। মাথার চুলের কিনারা হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় কাণের কিনারা দিয়া সমুদয় মুখ খানি ধুইবেন যেন কোথাও শুষ্ক না থাকে। তৎপর দক্ষিণ অর্থাৎ ডাইন হাতের দ্বিতীয় গাঁইট (যাহাকে) কুনুই বা কিনা বলা হয়) সমেত তিনবার এবং ঐ রূপ বাম হাত তিনবার ধুইবেন। তৎপর এক হস্তের অঙ্গুলী অপর হস্তের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া খেলাল করিবেন। হাতের অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী বা চুড়ি থাকিলে তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া তথায়

পানি পৌঁছাইবেন। তৎপর একবার ছর্ (মাথা) মোসেহ্ অতঃপর কান মোসেহ্ করিবেন। কানের মধ্যভাগ তজ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা এবং বহির্ভাগ নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা একই সময়ে উভয় অঙ্গুলী সংযোগে মোসেহ্ করিবেন। তৎপর কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা গর্দ্দান মোসেহ্ করিবেন। কিন্তু গলা মোসেহ্ করিবেন না। যেহেতু উহা দোষণীয় এবং নিষিদ্ধ। কান মোসের জন্য পানি লইবার আশ্যক নাই। মাথা মোসেহ্ করার পর হাতে যে পানি থাকিবে তাহাই কান মোসের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তৎপর দক্ষিণ পায়ের পাতার নিকটস্থ গাঁইট সমেত তিনবার এইরূপ বাম পায়ের গাঁইট সমেত তিনবার ধুইবেন। এবং বাম হাতের অঙ্গুলী দ্বারা উভয় পায়ের অঙ্গুলী সকল খেলাল করিবেন। ইহাই অজু করিবার ব্যবস্থা। কিন্তু এই অজুর মধ্যে কোন কোন কাজ এমন আছে যে, যদি তাহার কোন একটী ছাড় পড়ে তবে অজু হইবে না। সেই কাজগুলিকে ফরজ বলে। আবার কোন কোন কাজ এমন আছে,—যাহা ছাড় পড়িলে অজু নষ্ট হইবে না। কিন্তু তাহা করিলে সওয়াব পাওয়া যায়। আর সেই কাজগুলি করার পক্ষে শরিয়তের তাকিদ আসিয়াছে। যদি কেহ অধিক সময় ছাড়িয়া দেন, তবে তজ্জন্য পাপী হইতে হইবে। এই কার্য্যগুলিকে স্নোন্নত বলা হয়। আর কতকগুলি কাজ এমন আছে যে, উহা করিলে সওয়াব হইবে, না করিলে কোন গোনা নাই। আর ঐ কার্য্যগুলি করার পক্ষে শরিয়তে কোনরূপ তাকিদ নাই। এই কার্য্যগুলিকে মোস্তাহাব বলে।

মসলা—অজুতে চারি ফরজ। একবার সমুদয় মুখ ধোওয়া, একবার কুনুই সমেত দুই হাত ধোওয়া, একবার মাথার এক চতুর্থাংশ মোসেহ্ করা, একবার পায়ের প্রথম গাঁইট সমেত উভয় পা ধোওয়া, অজুতে মাত্র ইহাই ফরজ। এই সমুদয়ের মধ্যে যদি কোন একটী ছাড় পড়ে, অথবা কোন স্থানে এক চুল পরিমাণ শুষ্ক থাকে তাহা হইলে অজু হইবে না।

মসলা—প্রথম গাঁইট পর্য্যন্ত দুই হাত ধোওয়া, বেছ-মিল্লাহ পড়া, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মেসওয়াক্ করা, সমুদয় মাথা মোসেহ্ করা, প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিন বার ধোওয়া, উভয় কান মোসেহ্ করা, হাত পায়ের অঙ্গুলীগুলির খেলাল করা, এই সমুদয় কার্য্য সোন্নত। ইহা ভিন্ন আর যাহা কিছু তৎসমুদয় মোস্তাহাব।

মসলা—যখন চারি অঙ্গ (যাহা ধোওয়া ফরজ) ধোওয়া হইবে তখন অজু হইয়া যাইবে—অজুর ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক। যদ্রূপ কেহ গোসল কালে সর্ব্বশরীরে পানি ঢালিল পৃথক অজু করিল না, কিম্বা হাওজ অথবা পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিল অথবা বৃষ্টির পানিতে ভিজিতে রহিল—তাহাতে অজুর স্থানগুলি ধুইয়া গেল, এতদবস্থা সমুহে অজু হইয়া যাইবে কিন্তু অজুর সওয়াব পাইবেন না।

মসলা—সোন্নত ইহাই যে, ঐ প্রকার অজু করে যদ্রূপ উপরে বর্ণিত হইল। আর যদি কেহ উল্টা অজু করে অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে দুই পা ধোয়, তৎপর মাথা মোসেহ করে, তৎপর দুই হাত, তৎপর মুখ ধোয় কিম্বা অন্য কোন প্রকার ওলট

পালট রূপে অজু করে তত্রাচ অজু হইয়া যাইবে পরন্তু ঐ প্রকার অজু সোন্নত অনুরূপ হইবে না—পক্ষান্তরে উহাতে গোনা হইবার ভয় আছে।

মসলা—এইরূপ যদি বাম হাত ও বাম পা আগে ধোওয়া হয় তাহাতেও অজু হইয়া যাইবে কিন্তু মোস্তাহাবের খেলাফ হইবে।

মসলা—কোন অঙ্গ ধুইয়া অপর কোন অঙ্গ ধুইতে এতাধিক বিলম্ব না করে যে, ধৌত অঙ্গ শুকাইয়া যায় ববং উহা শুকাইবার পূর্ব্বে অপর অঙ্গ ধুইয়া ফেলে। প্রথম অঙ্গ শুকাইয়া যাওয়া পর দ্বিতীয় অঙ্গ ধোওয়া হইলে তাহাতে অজু হইবে বটে, কিন্তু উহা সোন্নতের খেলাফ হইবে।

মসলা—অঙ্গ সমূহ বিধৌতকালে ইহাও সোন্নত যে, ঐ ঐ অঙ্গে হাত ঘসিবে যাহাতে আদৌ শুষ্ক না থাকে।

মসলা—নামাজের ওয়াক্তের পূর্ব্বেই অজু করা এবং নামাজের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতে থাকা উত্তম এবং মোস্তাহাব।

মসলা—বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে অজুতে অপরের দ্বারা পানি ঢালিয়া লওয়া না হয়, নিজেই পানি ঢালিয়া বা উঠাইয়া অজু করা কর্ত্তব্য। অজু করিতে করিতে দুনিয়ার কোন কথাবার্ত্তা না বলা হয়। বরং প্রত্যেক অঙ্গ ধোওয়া কালে বেছ্-মেল্লাহ এবং কলেমা পড়া আবশ্যক। পানি যত অধিক হউক এমন কি যদি সমুদ্র কিনারায় বসিয়া অজু করা হয় তত্রাচ আবশ্যকের অধিক পরিমাণ পানি খরচ না করে কিম্বা পানি থাকা সত্ত্বেও অপ্রচুর পানি দ্বারা অজু না করে। তিন

বারের অধিক কোন অঙ্গ ধুইবে না। মুখ ধুইবার সময় মুখে জোরে পানির ছিটা মারিবে না। অজুকালে মুখ ও চোখ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিবে না। ঐরূপ করা মকরুহ ও নিষেধ। মুখ ও চোখ দৃঢ়রূপে বন্ধ করা কারণে চোখ বা মুখের যৎ-সামান্য অংশও যদি শুষ্ক থাকিয়া যায় তবে অজু হইবে না।

মসলা—অঙ্গুরী, বা যে কোন চুড়ী, তাবিজ, পৌচি, বাঁক, বাজু বা অনন্ত বালা কিম্বা নাকের নথ অথবা পায়ের পাজেব ইত্যাদি অজুকালে ঐ সমুদয় ভালমতে নাড়িয়া চাড়িয়া ঐ ঐ স্থলে পানি পৌছাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব। বিশেষভাবে নাড়াচাড়া দেওয়া ব্যতিরেকে পানি পৌঁছাবেই না' এরূপ মনে হইলে তদ্‌বস্থায় বিশেষভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া ঐ ঐ স্থলে পানি পৌঁছাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক বরং ওয়াজেব।

মসলা—যদি কাহারও নখে ময়দা বা আটার খামিরের কিছু অংশ লাগিয়া শুকাইয়া গিয়া থাকে ফলে তাহার নিম্নে পানি প্রবেশ না করে, তবে অজু হইবে না। এমতাবস্থায় যখন মনে হইবে এবং উহা দেখিতে পাইবে, তখনই আটা উঠাইয়া ফেলিবে ও পানি দিয়া সেইস্থান ভিজাইয়া লইবে। আর যদি উহা চোখে না পড়ে অর্থাৎ ঐ অবস্থায় নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে সেই নামাজ পুনরায় পড়িবে।

মসলা—অজু শেষ হইলে সুরা ইন্না আন্‌-জাল্‌না এবং নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

سُبْحَانَكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

মসলা—অজু করিবার পর ইহা উত্তম যে দুই রেকাত নামাজ পড়ে। এই নামাজকে (যাহা অজু করিবার পরে পড়া হয়) "তাহ্ইয়াতল অজু" বলে। হাদিস শরীফে এই নামাজের বহু সওয়াব উল্লেখ আসিয়াছে।

মসলা—এক নামাজের সময়ে অজু করা হইলে দ্বিতীয় নামাজের সময় উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত যদি সে অজু নষ্ট না হয় তবে সেই অজুতেই সে নামাজ পড়া চলিবে। অজু থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ অজু করিয়া লয়, তাহা হইলে বহু সওয়াব পাইবে।

মসলা—অজু করিবার পর যতক্ষণ সেই অজু থাকিবে তন্মধ্য সময়ে কোন এবাদৎ না করা পর্য্যন্ত পুনরায় অজু করা মকরুহ এবং নিষেধ। গোসল করিবার সময়ে কেহ অজু করিল সে অজু নষ্ট না হইলে তাহাতেই নামাজ পড়া চলিবে—পুনর্ব্বার অজু করিবার আবশ্যক হইবে না। কমপক্ষে সেই অজুতে দুই রেকাত নামাজও যদি পড়া হয় তবে পুনরায় অজু করিলে কোন দোষ হইবে না, বরং সওয়াব হইবে।

মসলা—কাহারও হাত পা ফাটিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাতে মোম বা কোন প্রকার আটা লাগান হয়। অজু-কালে সেই মোম বা আটা না উঠাইয়া যদি তাহার উপর উপরই ধোওয়া হয় তবে অজু দোরস্ত হইবে।

মসলা—অজুকালে যদি কোন কারণে কোথাও শুষ্ক থাকে এবং অজু সাঙ্গ হওয়ার পর দৃষ্ট হয় যে কোন স্থান

শুষ্ক রহিয়াছে, তবে তথায় শুধু ভিজা হাত বুলাইলে যথেষ্ট হইবে না বরং পানি দিয়া ভিজাইতে হইবে।

মসলা—যদি হাতে বা পায়ে ফোড়া বা কোন প্রকার ঘা হয় এবং তাহাতে পানি লাগিলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে তাহাতে পানি না লাগাইয়া তথায় ভিজা হাত বুলাইলেই যথেষ্ট হইবে। আর যদি ভিজা হাত বুলাইলেও ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে. তবে তাহাতে হাতও বুলাইবে না সেই পরিমাণ জায়গা ছাড়িয়া দিবে।

মসলা—ঘায়ের উপর ব্যাণ্ডেজ করা থাকিলে যদি তাহা খুলিতে বাঁধিতে কষ্ট হয়, অথবা ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ঘায়ের উপর মোসেহ্ করা ক্ষতিজনক হয়, তবে ব্যাণ্ডেজের উপরেই মোসেহ্ করিবে। আর যদি ব্যাণ্ডেজ খুলিতে বাঁধিতে কষ্ট বা ঘায়ের উপর মোসেহ্ করায় ক্ষতি না হয়, তবে ব্যাণ্ডেজের উপর মোসেহ্ করা দোরস্ত হইবে না।

মসলা—যদি ব্যাণ্ডেজের নিম্ন স্থলের কতকাংশ ক্ষত এবং কতকাংশ ভাল থাকে, তদবস্থায় যদি ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ক্ষতস্থল বাদ দিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থল সমূহ ধোওয়া সম্ভব হয় তবে তাহাই করিবে। আর যদি ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলা ক্ষতিজনক বা কষ্টদায়ক বিবেচিত হয়, তবে তদবস্থায় সমুদয় ব্যাণ্ডেজের উপর মোসেহ্ করিবে।

মসলা—কোন কারণে হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিলে সেই হাড় জোড়া লাগাইবার জন্য সেইস্থলের উভয় পার্শ্বে বাঁশের বা কাঠের চলা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যদি উহা খুলিলে ক্ষতি বা কষ্ট হয়, তবে তাহার উপর উপরই মোসেহ্ করিবে।

এমনও হইয়া থাকে যে, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে ঘায়ের ব্যাণ্ডেজ খোলা অসম্ভব, তদবস্থায়ও ব্যাণ্ডেজের উপর মোসেহ্ করা চলিবে।

মসলা—ঘা ও হাড়ভাঙ্গার উপর যে ব্যাণ্ডেজ ও চলাবাঁশ বা চলাকাষ্ঠ বাঁধার বিষয় উল্লেখ করা হইল, ঐ ব্যাণ্ডেজ অথবা বাঁধা অংশের সমুদয়টুকুর উপর মোসেহ্ করিবে, সমুদয় ব্যাণ্ডেজের বা বাঁধার উপর মোসেহ্ করিবে' না হইলেও যেন অর্দ্ধেকের কিছু বেশী অংশের উপর মোসেহ করা হয়। আর যদি অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধেকেরও কম পরিমাণ অংশের উপর মোসেহ্ করে, তবে তাহা দোরস্ত হইবে না।

মসলা—ঘা বা হাড়ভাঙ্গা সম্পূর্ণ ভাল না হইতেই যদি ব্যাণ্ডেজ বা চলাবাঁশ বা চলাকাষ্ঠ খুলিয়া পড়িয়া যায়, তবে উহা পুনরায় বাঁধিয়া লইবে, বাঁধিবার পর আর তাহাতে নূতন করিয়া মোসেহ্ করিবার আবশ্যক হইবে না—সাবেক মোসেহ্-ই যথেষ্ট। আর যদি দেখা যায় যে, ঘা বা হাড়-ভাঙ্গা সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া গিয়াছে, আর উহা বাঁধিবার আবশ্যক নাই, এমতাবস্থায় মোসেহ্ থাকিবে না। তখন মাত্র সেই স্থানটুকু ধুইয়া নামাজ পড়িবে; সম্পূর্ণ অজু পুনরায় করিবার আবশ্যক হইবে না।

অজু বিনষ্টকারী বস্তু সকলের কথা।

মসলা—পায়খানা, প্রস্রাব আর সেই বাতাস যাহা গুহ্য-দ্বার দিয়া বাহির হয়, কিম্বা গুহ্যদ্বার বা স্ত্রীলোকদিগের যোনী হইতে কৃমি ইত্যাদি বাহির হয়, এই সকল কারণে অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—শরীরের কোন স্থানের ঘা হইতে কিম্বা কানের মধ্য হইতে পোকা বাহির হইলে কিম্বা ক্ষতস্থান হইতে কিছু মাংস কাটিয়া পড়িলে (যদি তাহাতে রক্ত না পড়ে) অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—কারণবশতঃ শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র করিতে হইলে, অথবা শিঙ্গা লাগান হইলে, কিম্বা আঘাত লাগিয়া থাকিলে, কিম্বা ফোড়া, পাচড়া, চুলকনা হইলে তজ্জন্য যদি রক্ত বা পুঁজ বাহির হয় তবে অজু নষ্ট হইবে, কিন্তু যদি সেই রক্ত আঘাত বা ক্ষতস্থলের মুখ হইতে নিঃসৃত না হয়, তবে অজু নষ্ট হইবে না। এইরূপ সেলাই করিতে সুঁচ ফুটিয়া যাইলে, বা পথ চলিতে বা কোথাও যাইতে কাঁটা ফুটিলে যদি আঘাত স্থলের মুখ হইতে রক্ত বহিয়া না পড়ে, সামান্য বাহির হইয়া সেই মুখেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে অজু নষ্ট হইবে না, মুখ হইতে সামান্যও বাহির হইয়া আসিলে অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—সজোরে নাক ঝাড়িতে যদি নাক দিয়া বিন্দু পরিমাণ জমাট রক্ত বাহির হইতে দেখা যায়, তবে তাহাতে

অজু নষ্ট হইবে না। এইরূপ নাকের মধ্যে অঙ্গুলী দেওয়ার পর তাহাতে সামান্য রক্তের লেশ দেখিতে পাওয়া গেল, উহা এত সামান্য যে, সেই একস্থানেই লাগিয়া রহিল গড়াইতে পারিল না ; অতএব ইহাদ্বারা অজু নষ্ট হইবে না। অজু ত ঐ সময়ে-ই নষ্ট হয়, যখন পাৎলা রক্ত বাহির হয় ও গড়াইয়া যায়।

মসলা—যে কোন কারণে চোখে পানি আসিল সে পানি গড়াইয়া পড়িলেই তবে অজু নষ্ট হইবে নচেৎ নহে। এমনই কাহারও কানে পূঁজ হইয়াছে বা পানি জমিয়াছে, তাহা যতক্ষণ না গড়াইয়া বাহিরের দিকে আসা বুঝা যাইবে ততক্ষণ অজু নষ্ট হইবে না। এইরূপ কাহারও গায়ে ফোড়া বা পাচড়া হইয়াছে, ফোড়ার মুখ উস্কাইয়া দিতে বা পাচড়ার উপরের ছালটুকু উঠাইয়া ফেলিতেই দেখা গেল, তাহাতে পূঁজ রহিয়াছে কিন্তু উহা গড়াইয়া পড়িল না অতএব উহাতে অজু নষ্ট হইবে না। রক্ত হউক বা পূঁজ হউক ঈষৎ গড়ালেই অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—কাহারও শরীরে এক বৃহৎ ফোড়া হইয়া সেই ফোড়ার মধ্যে বহু রক্ত-মিশ্রিত পূঁজ রহিয়াছে দেখা ও বুঝা যায় অথচ উহা ফোড়ার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে না, কাজেই সে ব্যক্তির ঐ অবস্থায় অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—ফোড়া, পাচড়া হইতে পূঁজ বা রক্ত আপনি-ই বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়ে বা টিপিয়া বাহির করা হয়, উভয় অবস্থায় অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—কাহারও শরীরের ক্ষুদ্র ঘা হইতে সামান্য একটু

রক্ত যেই বাহির হয় তৎক্ষণাৎ সে কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলে, আবার যেই একটু বাহির হয় অমনি মুছিয়া ফেলে একাধিক-বার এইরূপ করিতে থাকে ; অতএব সেই ব্যক্তি যদি ইহা মনে করিয়া ঐ রক্ত মুছিতে থাকে যে, "না মুছিলে গড়াইয়া পড়িবে তাহাতে অজু যাইবে" তবে সেই ব্যক্তির ঐ অবস্থায় অজু নষ্ট হইবে। আর যদি ইহা মনে করে—"মুছিতেছি বটে কিন্তু না মুছিলেও রক্ত গড়াইত না" তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ঐ অবস্থায় অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—থুথু ফেলিতে থুথুর সহিত রক্ত দেখা গেল, আর ইহাও দেখা গেল যে, রক্তের ভাগ কম এবং থুথুর ভাগ বেশী ; থুথুর রং রক্তের রংএ পরিণত হয় নাই, এমতা-বস্থায় রক্ত-মিশ্রিত থুথুতে অজু নষ্ট হইবে না। রক্তের ভাগ বেশী হওয়া কারণে থুথু রক্তের রংএ পরিণত হইলে, তদ্রূপ রক্ত-মিশ্রিত থুথু ফেলা কারণে অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—কোন বস্তু দাঁতে কাটিতে সেই বস্তুতে দাঁতের রক্তের আভা দেখা দিল, অথবা মেস্ওয়াক্ করিতে মেস্-ওয়াকে রক্তের লেশ দেখা গেল, অথচ থুথু ফেলিয়া তাহাতে রক্তের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া গেল না, তাহা হইলে অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—জোঁক লাগাইবার পর বুঝা গেল, জোঁক এত রক্ত পান করিয়াছে যে, তাহাকে কাটিলে রক্ত গড়াইয়া যাইবে—তাহা হইলে অজু নষ্ট হইবে, আর যদি বুঝিতে পারা যায় যে, জোঁকটাকে কাটিলে তাহার রক্ত গড়াইবে না, তবে অজু নষ্ট হইবে না। মশা, মাছি, বা ছারপোকায় রক্ত পান

করিলে অজু নষ্ট হয় না।

মসলা—কানে ব্যথা হইলে এবং কান হইতে পানি বাহির হইতে থাকিলে সেই পানি নাপাক,—যদিও কানের মধ্যে কোন ঘা বা ফোড়া হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা না যায়। অতএব কান হইতে ঐরূপ পানি বাহির হইলে অজু নষ্ট হইবে। কানের পানি বাহির হইয়া এতদূর আসে, যেস্থান গোসলের সময়ে ধৌত করা ফরজ। এইরূপ যদি নাভী হইতে পানি নির্গত হয় এবং নাভীস্থলে বেদনা হইতে থাকে, তবে তাহাতেও অজু নষ্ট হইবে। এইরূপ চোখ উঠিয়া চোখ কন্‌কন্ করিতে থাকিলে—তজ্জন্য চোখ হইতে যদি পানি পড়িতে থাকে, তবে অজু নষ্ট হইবে। চোখ না উঠিলে বা তাহাতে কোনরূপ কন্ কন্, দপ্ দপ্ ভাব না থাকিলে কেবল মাত্র চোখ দিয়া পানি পড়ায় অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—বুক বেদনা করিতে লাগিল এবং বক্ষস্থল ঘামে ভিজিয়া গেল, সুতরাং সেই ঘাম নাপাক, তাহাতে অজু নষ্ট হইবে। যদি বেদনা না থাকে শুধু ঘাম হয়, তবে সে ঘাম নাপাক নহে—তাহাতে অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—বমী হইলে দেখা গেল, তাহাতে অভুক্ত আহারীয় বা পিত্ত রহিয়াছে, তবে সেই বমী মুখ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া থাকিলে অজু নষ্ট হইবে, নচেৎ নহে। আর যদি বমীতে মাত্র শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে, তবে তাহা মুখ পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক বা সামান্য উঠুক তাহাতে অজু নষ্ট হইবে না। বমীতে রক্ত উঠিলে, তাহা পাৎলা এবং গড়াইয়া যাইলে অজু নষ্ট হইবে,—বমী কমই হউক আর মুখ পরিপূর্ণ ভাবেই হউক।

আর যদি জমাট খণ্ড খণ্ড এবং মুখ পরিপূর্ণ ভাবে হয় তবে অজু নষ্ট হইবে, কিন্তু মুখ পরিপূর্ণ ভাবে না হইলে অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—অল্প অল্প বমী কয়েকবার হইল, সকল বারের বমী একত্রিত করা হইলে—যদি মুখ পরিপূর্ণ বমীর সমান বুঝায় তদবস্থায় যদি এক ওয়াক্ সমান বাকী থাকে এবং অল্প অল্প বমী হইতেই থাকে, তবে অজু নষ্ট হইবে। আর যদি এক ওয়াক্ সমান না থাকে বরং প্রথম অবস্থার ওয়াক্ দূর হইতেছিল এবং অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল, তৎপর পুনর্ব্বার ওয়াক্ আরম্ভ হইয়াছে এবং যৎসামান্য বমী হইয়াছে, তৎপর যখন এই ওয়াক্ দূর হইতে লাগিল তখন তৃতীয় দফা পুনরায় ওয়াক্ শুরু হইয়া বমী হইল, এমতাবস্থায় অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—শুইয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িল, অথবা কোন কিছুতে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুম আসিল, এমন ঘুম যে ঠেসের স্থল ঠিক মত না হইলে পড়িয়া যাইবার ভয় ছিল, এই প্রকার ঘুমে অজু নষ্ট হইবে। নামাজে দাঁড়াইয়া থাকা বা বসিয়া থাকা অবস্থায় ঢুলিতে থাকিলে অজু নষ্ট হইবে না কিন্তু সেজ্‌দায় (১) যাইয়া ঘুমাইলে অজু নষ্ট হইবে না।

---

(১) সেজ্‌দায় যাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে স্ত্রীলোকদিগের অজু নষ্ট হইবে। পুরুষলোক সেজ্‌দায় যাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে অজু নষ্ট হইবে না, যখন সেই পুরুষ সেই প্রকার সেজ্‌দা করিবে—পুরুষদিগের প্রতি যে প্রকার সেজ্‌দা করিবার আদেশ আছে। —অনুবাদক।

মসলা—নামাজ অন্তে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইলে এবং পায়ের গোড়ালী (এড়ী) দ্বারা পাছা চাপিয়া রাখা হইলে আর কোন কিছুতে ঠেস দেওয়া না হইলে, তদ্রূপ ঘুমে অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—বসিয়া থাকিতে থাকিতে এমনই ঘুম আসিয়াছে যে, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, তৎপর হঠাৎ পড়িয়া গেল, পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিতেই যদি চোখ খুলিয়া যায়, তবে অজু নষ্ট হইবে না। আর যদি পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ না খোলে, তবে অজু নষ্ট হইবে। যদি বসিয়া ঝিমাইতে থাকে এবং পড়িয়া না যায়, এমতাবস্থায় অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—অচৈতন্য হইয়া পড়িলে বা জর্দ্দা ইত্যাদি সেবনে অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটিলে অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—নামাজে অত্যাধিক জোরে হাঁচি হইলে অজু ও নামাজ উভয়ই নষ্ট হইবে। অধিক জোরে হাঁচি না হইলে নামাজ নষ্ট হইবে, কিন্তু অজু নষ্ট হইবে না। হাঁচি এত মৃদুস্বরে হইল যে, তাহাতে শব্দ শুনা গেল না মাত্র মুখের দুই পাটী দাঁত সামান্য ফাঁক হইল, এমতাবস্থায় অজু ও নামাজ কোনটাই নষ্ট হইবে না। কিন্তু শিশু কন্যা যদি নামাজে জোরের সহিত হাঁচে, অথবা তেল্‌ওয়াতের সেজ্‌দায় বয়স্থা স্ত্রীলোকের হাঁচি আসে, তবে অজু নষ্ট হইবে না। পরন্তু সেই সেজ্‌দা এবং সেই নামাজ নষ্ট হইবে—যাহাতে হাঁচি আসিবে।

মসলা—পুরুষের হস্ত স্পর্শে অথবা খেয়ালের বসে অগ্র-

দ্বার (যোনী) হইতে পানি নির্গত হইলে অজু নষ্ট হইবে। কামোদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে যে পানি বাহির হয়, আরবী ভাষায় তাহাকে "মজি" বলে।

মসলা—পীড়াহেতু অগ্রদ্বার দিয়া ঐ শ্রেণীর যে পানি বাহির হয় তাহা নাপাক, সে পানির নির্গতে অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—একবিন্দু প্রস্রাব অথবা মজি শিশ্নাগ্রে দেখা গেল, উহা গড়াইল না বা পড়িলও না, এমতাবস্থায়ও অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—পুরুষাঙ্গের সহিত স্ত্রী-অঙ্গের স্পর্শন সংঘটিত হইলে, অথবা স্ত্রী-অঙ্গের সহিত স্ত্রী-অঙ্গের সংস্পর্শ ঘটিলে উভয় অবস্থায় অজু নষ্ট হইবে, কিছু বাহির হউক বা নাই হউক।

মসলা—অজু করিবার পর নখ কাটা, পাচড়া অথবা ফোড়া ইত্যাদির উপরস্থ শুষ্ক ছাল তুলিয়া ফেলা হইলে অজু নষ্ট হইবে না।

মসলা—অজু করিবার পর কাহারও লজ্জাস্থানে দৃষ্টি পড়িল বা বিশেষ কারণে কাহাকেও লজ্জাস্থান দেখাইবার আবশ্যক হইল, কিম্বা উলঙ্গ হইয়া গোসল করিল বা উলঙ্গ অবস্থায় অজু করিল, তবে সেই অজু দোরস্ত হইবে, পুনরায় অজু করিবার আবশ্যক নাই। অবশ্য লাচারী ব্যতিরেকে কাহারও লজ্জাস্থান কাহাকে দেখা'ন পাপ-কার্য্য।

মসলা—যে বস্তুর নির্গমে অজু নষ্ট হয়, তাহা নাপাক। আর যে বস্তুর নির্গমে অজু নষ্ট না হয়, তাহা নাপাক নহে। অতএব যদি সামান্য রক্ত বাহির হয় এবং উহা [illegible]

হইতে গড়াইয়া না পড়ে, কিম্বা সামান্য বমী হয় এবং মুখ পরিপূর্ণ হইয়া না উঠে, তবে এই রক্ত ও ঐ বমী নাপাক নহে। উহা কাপড় বা শরীরের কোনস্থানে লাগিলে ধুইয়া ফেলা ওয়াজেব নহে। আর যদি ক্ষতস্থান হইতে গড়াইয়া যায় এবং বমী মুখ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তবে তাহা নাপাক; তাহা কাপড়ে বা গায়ে লাগিলে ধুইয়া ফেলা ওয়াজেব। এই প্রকার বমীর পর কোন পাত্রে মুখ দিয়া তাহা হইতে পানি লইয়া কুলি করিলে সে পাত্র নাপাক হইবে। তদবস্থায় পাত্রে মুখ না দিয়া, হাতে করিয়া পানি লইবে ও তাহাতে কুলি করিবে।

মসলা—দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকার ওয়াকে যে দুধ উঠে, তাহা মুখ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে সেই দুধ নাপাক হইবে, তাহা না ধুইলে নামাজ হইবে না।

মসলা—অজু করিবার কথা স্মরণ আছে, অজু ঠিক আছে কি নষ্ট হইয়াছে তাহা স্মরণ নাই; এমতাবস্থায় পুনরায় অজু না করিয়া নামাজ পড়া চলিবে। কিন্তু পুনরায় অজু করা উত্তম।

মসলা—অজু করিতে করিতে সন্দেহ হইল যে, অমুক স্থান ধোওয়া হইয়াছে কি না, তদবস্থায় সেস্থান ধুইয়া লইবে। কিন্তু অজু করা শেষ হওয়ার পর ঐরূপ সন্দেহ হইলে, সন্দেহ স্থল ধুইতে হইবে না। আর যদি দৃঢ়-বিশ্বাস হয় যে, সন্দেহ স্থল ধোওয়া হয়-ই নাই, তবে তাহা পুনরায় ধুইবে।

মসলা—বিনা অজুতে কোর্-আন মজীদ স্পর্শ করা সিদ্ধ নহে, তেল্ওয়াত করা সিদ্ধ। কোর্-আন মজীদ উন্মুক্ত

(খোলা) রহিয়াছে, বে-অজুতে তাহা দেখিয়া দেখিয়া তেল্-ওয়াত করা দোষণীয় নহে, স্পর্শ করা দোষণীয়। এইরূপ বিনা অজুতে সেই তাবিজ বা সেই তস্তরী স্পর্শ করা দোষণীয়,—যে তাবিজে বা যে তস্তরীতে কোর্-আন মজীদের আয়াত লিখিত থাকে।

শুদ্ধি-গোসল সম্বন্ধীয় কথা।

গোসল করিবার পূর্ব্বে উচিত যে, প্রথমতঃ হস্তদ্বয় ধৌত করে, তৎপর পুরুষ পুরুষাঙ্গ, স্ত্রীলোক তাহার স্ত্রী-অঙ্গ ধুইবে। অতঃপর শরীরের যে যে স্থানে নাপাকী লাগিয়া থাকে, তাহা ধুইয়া ফেলিবে,—তৎপর অজু করিবে। যদি চৌকি অথবা পাথরের উপর বসিয়া গোসল করিতে হয়, তবে অজু করা-কালীন দুই খানি পা-ও ধুইয়া ফেলিবে। আর যদি এরূপ ভাবে গোসল করা হয়—যাহাতে গোসলের পর পুনরায় পা ধুইয়া ফেলিবার আবশ্যক হইবে বলিয়া বুঝায়, তবে অজু-কালীন পা ধুইবার আবশ্যক নাই। অজু সাঙ্গ হইলে মাথায় তিনবার, তৎপর ডাইন কান্ধে তিনবার, তৎপর বাম কান্ধে তিনবার পানি ঢালিবে। পানি এরূপভাবে ঢালিবে যাহাতে শরীরের সকল স্থানে পানি যাইয়া পৌঁছায়। তৎপর তথা হইতে সরিয়া পাকস্থানে যাইয়া দুইখানি পা ধুইয়া ফেলিবে। আর যদি অজু করাকালীন পা ধোওয়া হইয়া থাকে, তবে গোসল অন্তে পুনরায় পা ধুইবার আবশ্যক নাই।

মসলা—প্রথমতঃ শরীরের সকল স্থান ভিজা হাত দিয়া ডলিয়া ঘষিয়া ফেলিবে, তৎপর পানি ঢালিবে। ফলকথা,— শুদ্ধি-গোসলে যেন শরীরের কোন এক তিল পরিমাণ অংশও শুষ্ক না থাকে।

মসলা—গোসল সম্বন্ধীয় নিয়ম যাহা উপরে বর্ণিত হইল ইহাই সোন্নত। গোসলের মধ্যে এমন কতকগুলি ফরজ কাজ আছে, সেগুলি ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না; গোসলকারীর গোসল অনর্থক হইয়া থাকে। গোসলের মধ্যে আরও কতকগুলি কাজ সোন্নত রহিয়াছে, সেগুলি করিলে সওয়াব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর না করিলে গোসল অনর্থক হয় না। ফরজ বলিতে তিনটী কার্য্য। যথা—(১) এরূপভাবে কুলি করিতে হইবে, যাহাতে সমুদয় মুখ-গহ্বরে পানি পৌঁছিয়া যায়। (২) নাকের অগ্রভাগের যে পর্য্যন্ত নরম অংশ সেই পর্য্যন্ত পানি পৌঁছিয়া দেওয়া। (৩) শরীরের সকল স্থানে পানি পৌঁছিয়া দেওয়া।

মসলা—গোসল করিবার সময় যেন কেবলার দিকে মুখ না করা হয়, অধিক পানি নষ্ট না করা হয় বা আবশ্যক পানির কম খরচ করাও না হয়। নির্জ্জন স্থানে গোসল করা উত্তম। গোসল করিবার সময় কথা বলা নিষেধ। গোসল অন্তে স্বতন্ত্র কাপড় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে এবং যত সত্বর সম্ভব সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত করিবে। অজু করিবার সময় পা ধোওয়া না হইয়া থাকিলে, গোসল অন্তে স্থানান্তরে যাইয়া প্রথমতঃ সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত করিবে, তৎপর পা ধুইয়া ফেলিবে।

মসলা—নির্জ্জনে একাকী অবস্থায় গোসল করা হইলে উলঙ্গ হইয়া গোসল করা চলে। কেহ ইচ্ছা করিলে তদ্রূপায়

দাঁড়াইয়া গোসল করিতে পারে কিন্তু বসিয়া গোসল করাই উত্তম। (১) পুরুষদিগের,—পুরুষদিগের সম্মুখে, এবং স্ত্রীলোকদিগের,—স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ ভাবে গোসল করা পাপ। অধিকাংশ স্ত্রীলোকের স্বভাব এই যে, তাহারা স্ত্রীলোকের সম্মুখে প্রায়ই উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করিয়া থাকে,—ইহা অতিশয় দোষণীয়-কার্য্য।

মসলা—কেহ গোসল করিবার ইচ্ছা করুক বা না করুক যখন সেই ব্যক্তি মুখে কুলি করিল, নাকে পানি পৌঁছাইল এবং সর্ব্বাঙ্গে পানি ঢালিয়া দিল, তখন তাহার গোসল হইয়া গেল। যেমন কেহ বৃষ্টির পানিতে ভিজিতে ভিজিতে সেই পানিতে কুলি করিল ও সেই পানি নাকে পৌঁছাইয়া দিল— তদবস্থায় তাহার গোসলও হইয়া গেল। গোসলকালীন কলেমা পাঠ করা বা কলেমা পড়িয়া পানিতে ফুৎকার দেওয়া অনাবশ্যক। গোসলকালীন কেহ কলেমা পাঠ করুক বা না করুক উভয় অবস্থায়-ই সেই ব্যক্তি পাক হইয়া যাইবে। বরং গোসলকালীন কলেমা বা অপর কোন দোওয়া পাঠ না করাই উত্তম। গোসলকারীর উচিত,—তৎকালে কিছুই পাঠ না করে।

মসলা—গোসলকারীর শরীরের এক চুল পরিমাণ স্থান শুষ্ক থাকিলে তাহার গোসল নিরর্থ হইবে, সেই ব্যক্তি ঐ প্রকার গোসলে পাক হইবে না। এইরূপ গোসলকালে কুলি

(১) পুকুরে বা নদীতে অজু অন্তে রীতিমত ভাবে ডুব দিয়া গোসল করিলেই যথেষ্ট। —অনুবাদক।

করা বা নাকে পানি পৌঁছাইয়া দেওয়া না হইলেও গোসল অনর্থক হইবে।

মসলা—গোসল অন্তে দেখা গেল—শরীরের সামান্য কিছু অংশ শুষ্ক রহিয়াছে, কিম্বা মনে পড়িল—কুলি করা অথবা নাকে পানি পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় নাই; এই এই অবস্থায় কি করিবে? শরীরের সামান্য অংশ শুষ্ক থাকিয়া যাওয়া কারণে অথবা কুলি করিতে বা নাকে পানি পৌঁছাইতে ভুল হওয়া কারণে পুনরায় গোসল করিবার আবশ্যক হইবে না। তদবস্থায় সেই শুষ্ক স্থানে আবশ্যক মত পানি ঢালিয়া দিবে, আর ভুল হইয়া থাকিলে—গোসল অন্তে কুলি করিলে এবং নাকে পানি পৌঁছিয়া দিলেই চলিবে। ফলকথা—যাহা ছাড় পড়িবে গোসল অন্তে তাহা পূরণ করিবে। এরূপ কারণে পুনরায় গোসল করিতে হইবে না।

মসলা—গোসলকারী ব্যক্তি গোসলকালে যদি এরূপ আশঙ্কা করে বা সেই ব্যক্তির জন্য এরূপ আশঙ্কা থাকে যে, মাথায় পানি দিলে তাহার শিরঃপীড়া হইবে বা শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে, তবে সেই ব্যক্তির পক্ষে সে সময়ে মাথায় পানি না দিয়া, শরীরের অবশিষ্ট অংশে পানি ঢালিয়া ধুইয়া ফেলিলেই গোসল হইয়া যাইবে। কিন্তু এ অবস্থায় সর্ত্ত এই যে, তাহার শিরঃপীড়ার আশঙ্কা দূর হওয়া কালেই, তাহাকে গোসলকালের ন্যায় মাথা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। সে সময়ে পুনরায় গোসল করিতে হইবে না।

মসলা—স্ত্রীলোকদিগের মাথার চুল বিউনী গাঁথা না থাকিলে সমুদয় চুল ও চুলের গোড়া ভিজান' ফরজ। একটী

চুল বা একটী চুলের গোড়া শুষ্ক থাকিলে গোসল সিদ্ধ হইবে। আর যদি বিউনী গাঁথা থাকে, তবে বিউনীর চুল ভিজাইতে হইবে না, চুলের গোড়াগুলি ভিজাইতে হইবে। বিউনী গাঁথা অবস্থায় চুলের গোড়া ভিজান' সম্ভব না হইলে বা উহা শুষ্ক থাকার আশঙ্কা থাকিলে, বিউনীর সমুদয় চুল ও চুলের গোড়া রীতিমতভাবে ভিজাইতে হইবে, যেন একটী চুল বা চুলের গোড়া শুষ্ক না থাকে।

মসলা—স্ত্রীলোকদিগের গায়ে যদি এরূপ কোন গহনা থাকে, যাহাতে সেই গহনার স্থান শুষ্ক থাকার আশঙ্কা থাকে, তবে গোসলকালে সেই গহনা নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার নিম্নে পানি পৌঁছিয়া দিবে। সেইস্থান শুষ্ক থাকিলে গোসল সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ পুরুষের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী থাকিলে গোসলকালে তাহা নাড়িয়া তাহার নিম্নে পানি প্রবেশ করাইবে।

মসলা—আটা ছানিয়া তাহা নখে জড়াইয়া শুখাইয়া গেলে, গোসলকালে তাহা ছাড়াইয়া ফেলিয়া তথায় পানি পৌঁছাইবে। গোসলকালে যদি দৃষ্টিগোচর না হয় এবং সেই ছানিত-আটাজনিত নখে গোসল সমাপ্ত করিয়া নামাজ পড়ার পর দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তখনই সেই ছানিত-আটা তথা হইতে ছাড়াইয়া সেস্থান ধুইয়া ফেলিবে এবং নামাজ পুনরায় দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।

মসলা—হাত, পা ফাটিয়া যাওয়া কারণে হাতের বা পায়ের স্থান বিশেষে মলম বা এই প্রকার কোন বস্তু ঔষধ-রূপে লাগান' হইয়া থাকিলে, গোসলকালে তাহার উপর

দিয়া পানি ঢালিলেই চলিবে। তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে না।

মসলা—গোসলকালে নাভীস্থলে ও কানে পানি পৌঁছান আবশ্যক, অন্যথায় গোসল ঠিক হইবে না।

মসলা—গোসলকালে কেহ মুখ-গহ্বর পূর্ণ করিয়া যদি পানি পান করে, তবে তাহার পক্ষে আর কুলি করিবার আবশ্যক নাই। মুখ-গহ্বর পূর্ণ না করিয়া অর্থাৎ সামান্য সামান্য পানি পান করিলে—কুলি করিতে হইবে। ফলকথা—পানি পানের দ্বারা কুলির ন্যায় পানিতে মুখ-গহ্বর পূর্ণ হইলে কুলি করিবার আবশ্যক হইবে না, অন্যথায় কুলি করিতেই হইবে।

মসলা—মাথার চুলে এবং শরীরে অত্যন্ত তৈল মালিশের ফলে শরীরের সকল স্থানে বা চুলে পানি স্থায়ীভাবে না জমিলে তাহাতে গোসলের কোন ক্ষতি হইবে না।

মসলা—দাঁতের মধ্যস্থলে আহারীয় বস্তুর কিছু অংশ বাধিয়া থাকিলে, গোসলকালে খেলাল দ্বারা তাহা ছাড়াইয়া কুলি করা অবস্থায় তথায় পানি পৌঁছাইবার উপায় করিবে, অন্যথায় অজু হইবে না।

মসলা—চোখ উঠিয়া চোখ এরূপ জোড়া লাগিয়া যায় যে, তাহা না ছাড়াইলে চোখের মধ্যে কোন মতেই পানি প্রবিষ্ট হয় না। এ অবস্থায় চোখ না ছাড়াইলে সেই চোখ উঠা ব্যক্তির অজুও হইবে না গোসলও হইবে না।

গোসল ওয়াজেবকারী কার্য্য সমূহের কথা।

মসলা—নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায় কামোদ্রেকের সহিত বীর্য্যপাত হইলে গোসল ওয়াজেব হইবে।

মসলা—নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকুক বা দেখিয়া না থাকুক, চৈতন্য হইয়া কাপড়ে বা গায়ে বীর্য্য (মনি) দেখিতে পাইলে, গোসল ওয়াজেব হইবে।

মন্তব্য—কামোদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার পানির ন্যায় যে গাঢ় পদার্থ বাহির হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে কামোদ্রেক বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহাকে আরবী ভাষায় "মজি" বলে। তৎপর কামের তীব্র তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে অনুপমেয় প্রাণারামকর স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ প্রদান করিতে করিতে তরল ক্ষীরের ন্যায় যে পদার্থ প্রবাহিত আকারে বাহির হইয়া আসিতে থাকে, আরবী ভাষায় তাহাকে মনি এবং বাংলা ভাষায় বীর্য্য বা শুক্র বলা হয়। মজি এবং মনি এই দুই পদার্থ চিনিবার সহজ উপায় এই যে,—মজি বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাম-উদ্রেক বর্দ্ধিত হয়, আর মনি বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাম-উদ্রেক নিবারিত হইয়া থাকে। মজির আকৃতি তরল, আর মনির আকৃতি গাঢ় হইয়া থাকে। (১) অতএব পুরুষাঙ্গ বা স্ত্রী-অঙ্গ হইতে মজি নির্গত হইলে স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে গোসল ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু অজু নষ্ট হইবে।

(১) ধাতদৌর্ব্বল্য-রোগীর মনি পাৎলা হইলেও মজির ন্যায় মনি নির্ম্মল আকৃতির নহে। —অনুবাদক।

মসলা—পুরুষাঙ্গ স্ত্রীলোকের যোনী-দ্বারে বা গুহ্য-দ্বারে প্রবৃষ্ট হইলে—মনি বাহির হউক বা না হউক, গোসল ওয়াজেব হইবে। গুহ্য-দ্বারে সঙ্গম করা বা করান' মহাপাপ।

মসলা—স্ত্রীলোকদিগের ঋতু (হায়েজ) হইলে ঋতু বন্ধের পর গোসল করা ওয়াজেব। পুত্র-কন্যা প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের যোনী হইতে যে রক্ত বাহির হইতে থাকে, তাহাকে আরবী ভাষায় "নেফাছ" বলে। এই নেফাছের রক্ত বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের পক্ষে গোসল ওয়াজেব হইয়া থাকে। ফলকথা—চারি অবস্থায় গোসল ওয়াজেব হয়। (১) কাম-উদ্রেকের সহিত মনি বাহির হওয়া। (২) পুরুষের পুরুষাঙ্গ স্ত্রীলোকের যোনী মধ্যে প্রবৃষ্ট হওয়া। (৩) হায়েজ অর্থাৎ ঋতুর রক্ত এবং (৪) নেফাছের রক্ত বন্ধ হওয়া বাদে। বালিকা স্ত্রীর সহিত বয়স্ক-পুরুষ সঙ্গম করিলে সে স্ত্রীর প্রতি গোসল ওয়াজেব নহে। পরন্তু তাহাকে গোসল করান' অভ্যাস করা উত্তম।

মসলা—নিদ্রাবস্থায় মনে হইতেছে যেন সঙ্গম করা হইতেছে, অথচ চৈতন্য হইয়া দেখা গেল—কোথাও মনির চিহ্ন নাই, এরূপ অবস্থায় গোসল ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি দেখা যায় কাপড় বা কোথায় সামান্য ভিজা বোধ হইতেছে এবং উহা মজির জন্য, মনির জন্য নহে এরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও গোসল ওয়াজেব হইবে।

মসলা—সামান্য মনি বাহির হইয়াছে দেখিয়া গোসল করা হইল, গোসলের পর পুনরায় মনি বাহির হইল, এমতাবস্থায় পুনরায় গোসল করা ওয়াজেব হইবে। স্ত্রীলোক

গোসল করিবার পর যোনী-দ্বারে স্বামীর বীর্য্য (মনি) দেখিতে পাইলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুনরায় গোসল করা ওয়াজেব হইবে না।

মসলা—রোগের জন্য বিনা কামোদ্রেকে মনি বাহির হইলে গোসল ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু অজু নষ্ট হইবে।

মসলা—স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় শুইয়াছিল, সকালে উঠিয়া বিছানায় মনির চিহ্ন দেখিতে পাইল, উহা স্বামীর কি স্ত্রীর মনি,—উভয়ে কোন প্রকারে তাহা ঠিক করিতে পারিল না, রাত্রে উভয়ের কাহারও স্বপ্নদোষ হইয়াছিল বলিয়াও উভয়ের কাহারও মনে পড়িল না। এ অবস্থায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই গোসল করিতে হইবে।

মসলা—কোন কাফের মোসলমান হইলে তাহার পক্ষে গোসল করা মোস্তাহাব।

মসলা—মৃত ব্যক্তিকে যাহারা গোসল করাইবে তাহাদিগে (গোসল করাইবার পর) গোসল করা মোস্তহাব।

মসলা—যাহার পক্ষে গোসল করা ওয়াজেব হইবে, সেই ব্যক্তি গোসল করিবার পূর্ব্বে কিছু পানাহার করিতে ইচ্ছা করিলে উচিত যে, সে প্রথমে নিজের হাত মুখ ধোয় এবং কুলি করে, তৎপর পানাহার করে। আর যদি হাত মুখ না ধুইয়া বা কুলি না করিয়া অমনই পানাহার করে, তবে তাহাতে কোন গোনা নাই।

মসলা—যাহার গোসল করিবার আবশ্যক হইবে, তাহার পক্ষে কোর্-আন শরীফ স্পর্শ করা, উহা পাঠ করা এবং মসজেদে প্রবেশ করা জায়েজ নহে। আল্লার নাম

উচ্চারণ করা, কলেমা পাঠ করা, দরুদ পাঠ জায়েজ আছে। এই শ্রেণীর মসলা সমূহ খোদা চাহে **"হায়েজ অধ্যায়ে"** বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করা হইবে।

মসলা—বিনা গোসলে ও বিনা অজুতে তফসিরের কেতাব স্পর্শ করা মক্‌রুহ এবং অর্থ সংযুক্ত কোর্‌-আন মজীদ স্পর্শ করা সম্পূর্ণ হারাম।

কোন্ পানিতে অজু এবং গোসল করা সিদ্ধ এবং কোন্ পানিতে সিদ্ধ নহে তৎসম্বন্ধীয় কথা।

মসলা—বৃষ্টির পানিতে, নদী, প্রণালী, ঝরণা, কূপ, পুষ্করিণী এবং সমুদ্রের পানিতে অজু ও গোসল করা দোরস্ত। সে পানি মিষ্ট হউক বা লবণাক্ত হউক।

মসলা—কোন ফল অথবা গাছ কিম্বা বৃক্ষপাতার আরকে অজু করা দোরস্ত নহে। এইরূপ তরমুজের পানিতে, ইক্ষু ইত্যাদির রসে অজু বা গোসল দোরস্ত নহে।

মসলা—যে পানির সহিত কোন বস্তু মিশ্রিত হইয়াছে, কিম্বা যে পানির সহিত অপর কোন বস্তু পাক করা হইয়াছে, তাহার ফলে সেই পানি ভিন্ন নামে অবিহিত হইয়াছে, তদ্রূপ পানিতে অজু ও গোসল সিদ্ধ নহে। যথা—সরবত, স্‌কা, (সেরকা) গোলাপ, আরক গাওজবান ইত্যাদি।

মসলা—পানিতে পাক বস্তু পড়িয়া পানির রং, আস্বাদ অথবা গন্ধ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, কিন্তু সেই বস্তু পানিতে পাক করা যায় নাই বা পানি কিছু মাত্র গাঢ় হইয়াও যায় নাই, কিম্বা পানিতে জাফরাণ বা এই শ্রেণীর কোন বস্তু নিক্ষিপ্ত হওয়া কারণে তাহার সামান্য রং পরিবর্ত্তন হইল, কিম্বা সামান্য সাবানের ফেনা মিশিয়া গেল, এই প্রকার কারণে তদ্রূপ পানিতে অজু ও গোসল সিদ্ধ হইবে।

মসলা—কোন বস্তু পানিতে মিশাইয়া পাক করা হইল, তজ্জন্য পানির রং, আস্বাদ ও গন্ধ পরিবর্ত্তিত হইল, তবে সেই পানিতে অজু সিদ্ধ নহে। অবশ্য যদি এরূপ বস্তু পাক করা হইয়া থাকে—যাহাতে পানির দোষ ও ময়লা আদি দূরীভূত হয় এবং তদ্রূপ বস্তু পাক করা কারণে পানির স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে অর্থাৎ পানি গাঢ় না হয়, তবে সেই পানিতে অজু করা সিদ্ধ। যথা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে যে পানি কুলের পাতা মিশাইয়া পাক করা হয়, এই শ্রেণীর বস্তু মিশ্রিত পাক করা পানিতে অজু সিদ্ধ হইবে। আর যদি ঐ কুলের পাতা বা এই শ্রেণীর কোন পাতা বা বস্তু অত্যাধিক মিশ্রিত হইয়া পাক হওয়া কারণে পানির স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া পানি গাঢ় হইয়া যায়, তবে সেই পানিতে অজু ও গোসল সিদ্ধ হইবে না।

মসলা—কাপড় রঙ্গাইতে যে পানি রং করা হয়, তাহাতে অজু সিদ্ধ নহে।

মসলা—পানিতে সামান্য দুধ পড়িলে পানিকে যদি পানি বলিয়া বুঝায়, তবে তাহাতে অজু সিদ্ধ হইবে। দুধ

মিশ্রিত হওয়া কারণে পানি দুধের আকৃতি ধারণ করিলে—তাহাতে অজু সিদ্ধ হইবে না।

মসলা—মাঠে বা জঙ্গলে পথ চলিতে চলিতে দেখা গেল, একস্থানে সামান্য কিছু পানি রহিয়াছে, সেই পানিতে নিঃসন্দেহভাবে অজু করা চলিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পানিতে উহা নাপাক হওয়ার কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর না হইবে, মাত্র অল্প পানি মনে করিয়া উহা নাপাক এরূপ সন্দেহ অজুর পরিবর্ত্তে তয়াম্মোম করিলে তয়াম্মোম জায়েজ হইবে না।

মসলা—পাতকূয়া আদিতে গাছের পাতা পড়িয়া পানির রং, আস্বাদ ও গন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটিলে ঐ পানি গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে অজু করা চলিবে।

মসলা—পানিতে নাপাক বস্তু সামান্য পড়ুক বা অধিক পড়ুক তাহাতে অজু ও গোসল সিদ্ধ নহে। অবশ্য স্রোত-বিশিষ্ট পানিতে নাপাক বস্তু পড়িলে সে পানি ঐ সময় পর্য্যন্ত নাপাক হইবে—যে পর্য্যন্ত উহার রং বা আস্বাদ অথবা গন্ধের পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হয়। নাপাক বস্তু পড়ার কারণে স্রোত-বিশিষ্ট পানির রং বা আস্বাদ অথবা গন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটিলে উহা নাপাক হইবে, ঐ পানিতে অজু সিদ্ধ হইবে না।

মসলা—বৃহৎ হাওজ যাহা দশ হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া এবং তাহাতে এতটা খোল ভর্ত্তি পানি যে, তলা দেখা যায় না, এরূপ হাওজের ভর্ত্তি পানি ও স্রোত-বিশিষ্ট পানির ন্যায়; এরূপ হাওজকে ده در ده “দাহ্ দর্‌ দাহ্ (ইহা পার্শী শব্দ, ইহার অর্থ—দশ দশে) বলে। এই শ্রেণীর হাওজে যদি এরূপ নাপাক বস্তু পড়ে—যাহা দৃষ্টিগোচর না

হয় যথা—প্রস্রাব, রক্ত, সরাব ইত্যাদি। তাহা হইলে হাওজের চতুর্দ্দিকে বসিয়া অজু করা চলিবে। আর যদি এরূপ নাপাক বস্তু পড়ে, যাহা দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে, যেমন—মরা-কুকুর বা এই শ্রেণীর কোন মৃত নাপাক জীব,—তবে যেস্থানে উহা পড়িয়াছে সেস্থানে অজু না করিয়া, অন্যস্থানে বসিয়া অজু করা সিদ্ধ হইবে। আর যদি ঐরূপ বৃহৎ হাওজে এতাধিক নাপাক বস্তু বা এরূপ নাপাক বস্তু পড়ে, যাহাতে পানির রং বা আস্বাদ পরিবর্ত্তিত হয় অথবা পানি দুর্গন্ধ হয়, তবে হাওজের সমুদয় পানি নাপাক হইবে—উহাতে অজু করা সিদ্ধ নহে।

মসলা—কুড়ি হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া কিম্বা পঁচিশ হাত লম্বা এবং চারি হাত চওড়া হাওজও "দাহ্ দর্ দাহ্" হাওজের ন্যায়।

মসলা—খড়ের ঘরের চালে অথবা পাকা ছাদে নাপাক বস্তু থাকার কারণে বৃষ্টির পানিতে উহা ধুইয়া পড়িতে লাগিল। এ অবস্থায় দেখিতে হইবে যে, সেই চাল বা ছাদের অর্দ্ধ অংশে নাপাক লাগিয়াছিল কি না! যদি অর্দ্ধেক অংশ বা তাহারও বেশী নাপাক লাগিয়া থাকে, তবে সেই চাল বা ছাদ ধৌত পানি নাপাক হইবে, চাল বা ছাদের অর্দ্ধ অংশের কম স্থলে নাপাক লাগিয়া থাকিলে সেই চাল বা ছাদধৌত পানি নাপাক হইবে না। আর যদি এরূপ হয় যে, ছাদের নলের মুখে নাপাক বস্তু জমিয়া থাকা কারণে বৃষ্টির পানি ছাদ গড়াইয়া বাহির হওয়া কালে সেই নলের মুখের নাপাকগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হইতেছে, তাহা হইলে তদবস্থায়

ঐ পানি নাপাক হইবে।

মসলা—এমন নালার পানিতে অজু করিবার আবশ্যক হইয়াছে—যাহার পানি অতি মৃদুভাবে বহিয়া চলিয়াছে। সে ক্ষেত্রের অজু ধীরে ধীরে করা উচিত। এমত না হয় অজু করিতে করিতে যে পাঁকক্লেদ-যুক্ত পানি সেই নালায় পড়িতেছে, সেই পানির কতকাংশ পুনরায় অজুতে ব্যবহৃত হয়।

মসলা—"দাহ দর্ দাহ্" হাওজের বিষয় যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ শ্রেণীর হাওজের কেনারায় বসিয়া অজু করিলে পানি যেস্থলে পড়িয়া থাকে, সেইস্থল হইতে পর পর পানি উঠাইয়া অজু করায় অজুতে কোন দোষ ঘটিবে না।

মসলা—কাফের ব্যক্তি অথবা ছোটছেলে পানিতে হাত ডুবাইলে, সেই পানি নাপাক হয় না। যদি জানা যায় যে, সেই কাফেরের বা ছোটছেলের হাতে নাপাক লাগিয়াছিল, তবে সে পানি নাপাক হইবে। ছোট ছেলেদের হাত সকল সময়ে পাক থাকে না, এমতাবস্থায় স্বতন্ত্র পানি থাকিতে অপবিত্র হাত ডুবান পানিতে অজু না করাই উত্তম।

মসলা—যে পানিতে এমন জীব পড়িয়া মারা যাইবে—যাহাদের দেহে গড়াইয়া যাওয়ারূপ রক্ত না থাকে, কিম্বা বাহিরে মরিয়া কোন প্রকারে পানিতে যাইয়া পড়ে, তাহা হইলে পানি নাপাক হইবে না। যথা—মশা, মাছি, মৌমাছি, বিছা কিম্বা এই শ্রেণীর জীব-বিশেষ।

মসলা—যে সকল প্রাণী পানিতে জন্মিয়া সর্ব্বদাই পানিতেই থাকে, তাহারা মরিলে পানি নাপাক হয় না। যথা—মাছ, বেঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি। আর যদি পানি

ভিন্ন স্বকা (সের্‌কা), সিরা, দুধ ইত্যাদিতে মরে, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য নাপাক হইবে না। স্থলীয় বেঙ এবং জলীয় বেঙ উভয়ের-ই এক হুকুম। অর্থাৎ স্থলীয় বেঙ বা জলীয় বেঙ পানিতে মরিলে, পানি নাপাক হয় না। কিন্তু স্থলীয় কোন জাতীয় বেঙএর যদি রক্ত থাকে, তবে তাহা পানিতে, দুধে,• স্বকায় বা সিরায় মরিলে নাপাক হইবে। জলীয় বেঙ বলিতে ঐ জাতীয় বেঙ—যাহাদের অঙ্গুলীগুলি পায়ের পাতায় জড়িত থাকে। আর স্থলীয় বেঙএর অঙ্গুলী-গুলি পায়ের পাতায় জড়িত থাকে না, উহা পৃথক পৃথক থাকে।

মসলা—যে সকল প্রাণী পানিতে থাকে অথচ তাহাদের জন্ম পানিতে নহে—স্থলে, তাহারা পানিতে মরিলে বা মরিয়া পানিতে পড়িলে—পানি নাপাক হইয়া থাকে। যথা—হাঁস, মোর্‌গী ইত্যাদি।

মসলা—বেঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি পানিতে মরিয়া পচিয়া অবশেষে; পানিতে মিশিয়া যাইলেও পানি নাপাক হইবে না, কিন্তু সে পানি পান করা বা তদ্রূপ পানিতে অন্নাদি রন্ধন করা সিদ্ধ নহে, অবশ্য অজু ও গোসল করা চলিবে।

মসলা—রৌদ্রতপ্ত পানিতে পীড়ার আশঙ্কা থাকা কারণে ঐ প্রকার পানিতে অজু ও গোসল না করাই উত্তম।

মসলা—সর্প, শূকর ও মুষিক (ইঁদুর) ব্যতীত অন্যান্য মৃত-জীবের চর্ম্ম রৌদ্রে শুকাইয়া মসলা আদি দ্বারা পাকা-ইয়া লইলে তাহা পাক হইবে, তাহাতে নামাজ সিদ্ধ হইবে,

এবং মশকাদি প্রস্তুত করতঃ পানি রাখাও দোরস্ত হইবে। কিন্তু মানুষের চর্ম্ম দ্বারা কোন কাজ লওয়া মহাপাপ।

মসলা—কুকুর, বানর, বিড়াল ব্যাঘ্র ইত্যাদি যাহাদের খাল (চামড়া) মসলা দ্বারা প্রস্তুত করিলে পাক হয়, ঐ সমস্ত প্রাণীকে বেছ্‌মেল্লাহ বলিয়া জবেহ করিলেও উহাদের চামড়া পাক হইয়া যায়,—সে চামড়া মসলা দ্বারা প্রস্তুত করা হউক বা না হউক। অবশ্য জবেহ করিলে ইহাদের গোস্ত পাক হয় না এবং এই সকল প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হালাল নহে।

মসলা—মৃত-প্রাণীর পশম, শিং হাড় এবং দাঁত পাক। এ সমুদয় পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হয় না। অবশ্য হাড় কিম্বা দাঁত ইত্যাদিতে যদি সেই মৃত-প্রাণীর চর্ব্বি-চেক্‌না আদি মিশ্রিত থাকে, তবে উহা নাপাক। ঐরূপ হাড় বা দাঁত পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হইবে।

মসলা—মানুষের হাড় এবং পশম পাক। কিন্তু উহার দ্বারা কোন কাজ লওয়া জায়েজ নহে। বরং উহা সম্মানের সহিতে মাটিতে পুতিয়া ফেলা উচিত।

পাতকূয়া সংক্রান্ত কথা।

মসলা—অধিক বা সামান্য নাপাক,—পাতকূয়ার পানিতে পড়িলে, পাতকূয়ার পানি নাপাক হইয়া থাকে। তদ্বস্থায় পাতকূয়ার সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক। এস্থলে "সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলা" অর্থে পাতকূয়ায় ডোলের অৰ্দ্ধেক ভর্ত্তি হওয়া পানিও যেন না থাকে। পাতকূয়ার পানি উঠাইয়া ফেলিলেই ডোল, রশি এবং পাতকূয়ার গাঁথুনী বা পাট সমুদয় পাক হইয়া যাইবে।

মসলা—পাতকূয়ায় কৌতর বা এই শ্রেণীর কোন পাখীর পায়খানা পড়িলে পানি নাপাক হইবে না। কিন্তু মুরগী কিম্বা হাঁসের পায়খানা পড়িলে পানি নাপাক হইবে। তদ্বস্থার সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

মসলা—কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগলের প্রস্রাব পাতকূয়ার পানিতে পড়িলে, পানি নাপাক হইবে এবং সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

মসলা—মানুষ কিম্বা কুকুর অথবা ছাগল কিম্বা ইহাদের তুল্য অপর কোন জন্তু পাতকূয়ায় পড়িয়া মারা যায়, তাহা হইলে সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি মরিবার পর পাতকূয়ায় পড়ে, তাহা হইলেও সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

মসলা—যদি কোন ক্ষুদ্র জীব (যথা ইঁদুর ছুঁচা ইত্যাদি) পাতকূয়ায় পড়িয়া মরে এবং তাহাতে (পড়িয়া) ফুলিয়া বা

ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। কোন বড় জন্তু পাতকুয়ায় মরিয়া ফুলিয়া বা ফাটিয়া থাকিলে তজ্জন্যও ঐ হুকুম।

মসলা—পাতকূয়ায় ইঁদুর অথবা ছুঁচা পড়িয়া মরিয়া থাকিলে, যদি তাহা ফুলিয়া বা ফাটিয়া না গিয়া থাকে, তবে প্রথমতঃ সেই ইঁদুর বা ছুঁচাটীকে উঠাইয়া ফেলিবে, তৎপর কুড়ি ডোল পানি উঠাইয়া ফেলিবে। ত্রিশ ডোল উঠাইয়া ফেলা আরও উত্তম। পচা ছুঁচা বা ইঁদুর প্রথমতঃ পাতকূয়া হইতে উঠাইয়া না ফেলা পর্য্যন্ত কুড়ি বা ত্রিশ ডোল পানি উঠাইলে পানি পাক হইবে না।

মসলা—কৌতর, মুরগী, বিড়াল অথবা এই শ্রেণীর জীব পাতকূয়ায় পড়িয়া মরিয়া যাইলে যদি তাহা ফুলিয়া বা ফাটিয়া না যায়, তাহা হইলে সেই মৃতজীবটী প্রথমতঃ উঠাইয়া তৎপর চল্লিশ ডোল পানি উঠাইয়া ফেলিলেই পাতকূয়ার পানি পাক হইয়া যাইবে। চল্লিশের স্থলে ষাইট ডোল পানি উঠাইয়া ফেলা আরও উত্তম।

মসলা—যে পাতকূয়ার পানি উঠাইবার জন্য যে ডোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পাতকূয়ার নাপাক পানি উঠাইয়া ফেলিতে সেই ডোলই ব্যবহৃত হইবে। পৃথক বড় বা ছোট স্বতন্ত্র ডোল দ্বারা নাপাক পানি উঠাইতে হইলে, ব্যবহৃত ডোলের হিসাব মত পানি উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক।

মসলা—যদি অত্যাধিক গহ্বর বিশিষ্ট বৃহৎ পাতকূয়া হয় এবং উহার পানি উঠাইয়া শেষ করা অসম্ভব হয় অর্থাৎ পানি উঠাইয়া আদৌ কম করা না যায়, তাহা হইলে সেই পাত-

কূয়ায় সে সময় যতটা পানি থাকিবে, আনুমানিকভাবে ততটা পানি উঠাইয়া ফেলিলে চলিবে।

মন্তব্য—পানির আন্দাজ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম আছে। প্রথম এই যে, মনে করুন পাতকূয়ায় মোট পাঁচ হাত পানি রহিয়াছে, সেই পাঁচ হাত পানিই ফেলা আবশ্যক। পাত-কূয়ার অবস্থা জানা আছে যে, উহার পানি উঠাইয়া শেষ করা যায়-ই না। অতএব কি করা যাইবে? প্রথমতঃ এক হাত পানি কমাইতে যত ডোল পানি উঠাইবারআবশ্যক হয়—উঠাইয়া ফেল। এক হাত পানি কমাইতে যদি এক শত ডোল পানি উঠান হইয়া থাকে, তবে অবশিষ্ট চারি হাত পানি কমাইতে আর চারি শত ডোল পানি উঠাইলেই হইবে। দ্বিতীয় এই যে, যাঁহারা পাতকূয়ার পানি সম্বন্ধে অবগত আছেন বা আন্দাজ জানেন, এরূপ দুইজন দিনদার মোসল-মানের নিকট পানির আন্দাজ ঠিক করিয়া লইবে। তাঁহারা যাহা বলিবেন—সেইমত পানি উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক। যেস্থলে উপরোক্ত নিয়ম দ্বয়ের কোনটী পালন করা সম্ভবপর না হয়, সেক্ষেত্রে তিন শত ডোল পানি উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক।

মসলা—পাতকূয়া হইতে মৃত ইঁদুর বা এই শ্রেণীর কোন মৃতজীব উঠাইয়া ফেলা হইল। কিন্তু ইহা কেহই জ্ঞাত নহে যে, সেই মৃতজীবটী কোন্ দিনে বা কোন্ সময়ে পাতকূয়ায় পড়িয়াছে। দেখা গেল,—মৃতজীবটী ফুলিয়া বা ফাটিয়া যায় নাই। অতএব অজ্ঞাত অবস্থায় ঐ কূয়ার পানিতে যাহারা অজু করিয়াছে, তাহারা একরাত দিনের নামাজ দোহ্রাইয়া

পড়িবে। আর ঐ পাতকূয়ার পানিতে যাহারা কাপড় ধুইয়াছে—সে কাপড় পুনরায় ধুইয়া ফেলিবে। আর যদি সেই মৃতজীবটীকে পাতকূয়া হইতে উঠাইয়া দেখা যায় যে, ইহা ফুলিয়া বা ফাটিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে যাহারা ঐ পাতকূয়ার পানিতে অজু করিয়াছে, তাহারা তিনরাত দিনের নামাজ দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।

আর কোন কোন আলেমের মতে,—"যে সময়ে পাতকুয়ার পানি নাপাক হইয়াছে জানা যাইবে, সেই সময় হইতেই সেই পানি নাপাক গণ্য হইবে এবং উহার পূর্ব্বেকার অজুও দোরস্ত।" কেহ যদি এই ফতোয়ার প্রতিও আমল করে তাহাও ঠিক হইবে।

মসলা—যাহার শুদ্ধি-গোসলের আবশ্যক হইয়াছে, সে যদি পাতকূয়ায় নামিয়া গোসল করিতে ইচ্ছা করে, তবে ঐ অবস্থায় পাতকূয়ার পানি নাপাক হইবে,—যদি তাহার শরীরের স্থান বিশেষে বা কাপড়ে স্পষ্ট নাপাকি দৃষ্টিগোচর হয়। আর যদি নাপাকির কোন স্পষ্ট চিহ্ন দেখা না যায়, তবে পাতকূয়ায় নামিয়া গোসল করা কারণে পানি নাপাক হইবে না। এইরূপ যদি কোন কাফের ব্যক্তি পাতকূয়ায় নামে আর তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন প্রকার নাপাক বস্তু না থাকে, তবে পাতকূয়ার পানি নাপাক হইবে না। অবশ্য তাহার শরীরে বা কাপড়ে নাপাক বস্তু থাকিলে পাতকূয়ার পানি নাপাক হইবে। তদবস্থায় পাতকূয়ার সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি সন্দেহ হয় যে, কাপড় পাক কি নাপাক, তদবস্থায়ও পাতকুয়ায় নামিয়া গোসল

করিলে পানি নাপাক হইবে না। পরন্তু মনের সন্দেহ দূরী-করণ উদ্দেশ্যে যদি কুড়ি বা ত্রিশ ডোল পানি উঠাইয়া ফেলা হয়, তাহাতেও কোন দোষ নাই।

মসলা—পাতকূয়ায় ছাগল বা ইঁদুর পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত অবস্থায় উঠাইয়া ফেলা হয়, তাহাতে পাতকূয়ার পানি নাপাক হইবে না।

মসলা—বিড়ালে ইঁদুর ধরিয়া নাড়াচাড়া দিতে দাঁত ফুটিয়া রক্ত বাহির হইল। বিড়ালের নাড়াচাড়া দেওয়ার ফলে ইঁদুরটী বিড়ালের মুখ হইতে ফস্‌কিয়া রক্তাক্ত অবস্থায় পাতকূয়ায় যাইয়া পড়িল। এ অবস্থায় পাতকূয়ার পানি নাপাক হইল ; উহার সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

মসলা—ইঁদুর গলিজ-মিশ্রিত দেহে পাতকূয়ায় যাইয়া পড়িলে—তাহাতে পাতকূয়ার পানি নাপাক হইবে, সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে ;—ইঁদুরটী মৃত অবস্থায় উঠান হউক বা জীবিত থাকিতে থাকিতেই উঠান হউক। ইঁদুর বা এই শ্রেণীর জীবের (যাহাদের দেহ ক্ষত হইলে রক্ত গড়াইয়া যায়) লেজ কাটিয়া পাতকূয়ায় পড়িল, অতএব পাতকূয়ার সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

মসলা—যে বস্তু পড়িবার কারণে পাতকূয়ার পানি নাপাক হইয়াছে, যদি সেই বস্তু চেষ্টা সত্বেও উঠাইয়া ফেলা না যায়, তবে তখন দেখিতে হইবে যে, সেই বস্তুটী কি প্রকার ! পাক কি নাপাক ! . যদি সেই বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে পাক হয়, কিন্তু উহাতে নাপাক বস্তু লাগিবার কারণে নাপাক হইয়াছে, (যথা নাপাক কাপড়, নাপাক ফুটবল, নাপাক জুতা) তবে

তাহা উঠাইয়া ফেলা সম্বন্ধে মা'ফ আছে। কেবল মাত্র উপরোল্লিখিতভাবে পানি উঠাইয়া ফেলিবে। আর যদি সেই বস্তুটী প্রকৃতপক্ষেই নাপাক হয়, (যথা—মৃতজীব, ইঁদুর ইত্যাদি) তবে যে পর্য্যন্ত এ বিশ্বাস না হইবে যে, উহা পচিয়া গলিয়া মাটি হইয়া গিয়াছে, সে পর্য্যন্ত পাতকুয়া পাক হইতে পারে না। যখন ঐরূপ বিশ্বাস জন্মিবে তখন পাত-কূয়ার সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলিলে উহা পাক হইবে।

মসলা—যতটা পানি পাতকূয়া হইতে উঠাইয়া ফেলিবার আবশ্যক হয়, তাহা একবারে উঠাইয়া ফেলিলেও চলে, বারে বারে উঠাইয়া ফেলাও চলে।

প্রাণী সমূহের ঝুটা-সংক্রান্ত কথা।

মসলা—মানুষ—বদ-দীন হউক, ঋতুবতী হউক, নাপাক হউক, অথবা নেফাস অবস্থায় থাকুক, সকল অবস্থাতেই মানুষের ঝুটা পাক। এই প্রকার মানুষের ঘামও পাক। অবশ্য যদি উহাদের মুখে বা হাতে কোন নাপাকী লাগিয়া থাকে, তবে তৎকারণে তাহাদের ঝুটা নাপাক হইবে।

মসলা—কুকুরের ঝুটা নাপাক। যদি কোন পাত্রে কুকুরে মুখ দেয়, তবে সেই পাত্রটী তিনবার ধুইলে পাক হইবে। সেই পাত্র মাটির হউক, তাঁবার হউক বা যে বস্তু নির্ম্মিতই হউক। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এই যে, পাত্রটী

সাতবার ধুইবে তন্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা মাজিয়া লইবে।

মসলা—শূকরের ঝুটাও নাপাক। এইরূপ ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, শৃগাল ইত্যাদি যত প্রকার জন্তু অপর জন্তুকে চিরিয়া ফাড়িয়া খায়—সকলের-ই ঝুটা নাপাক।

মসলা—বিড়ালের ঝুটা পাক হইলেও মকরুহ। স্বতন্ত্র পানি থাকিলে বিড়ালের ঝুটা পানিতে অজু না করা উচিত। যদি আর পানি না থাকে, তদবস্থায় বিড়ালের ঝুটা পানিতে অজু করা চলিবে।

মসলা—দুধে বা তরকারীতে বিড়ালে মুখ দিলে যদি পৃথক তরকারী বা দুধ থাকে, তবে ঐ ঝুটা দুধ, তরকারী বাদ দিবে। যদি আর কিছু না থাকে, তবে উহাই খাইবে। অবস্থাহীন ব্যক্তির পক্ষে বিড়ালের ঝুটা মকরুহ নহে।

মসলা—বিড়াল ইঁদুর ধরিয়া খাওয়ার পরই তরকারীতে মুখ দিল। সে তরকারী নাপাক হইবে। আর যদি ইঁদুর ধরিয়া খাওয়ার পর জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট মুখ চাটিয়া তৎপর ভাত তরকারীতে মুখ দেয়, তবে তাহা নাপাক হইবে না বরং মকরুহ-ই হইবে।

মসলা—যে মুর্গী ছাড়িয়া দেওয়া থাকার কারণে নানাবিধ অখাদ্য খাইয়া বেড়ায়, সে মুর্গীর ঝুটা মকরুহ। আর যে মুর্গী বাঁধা অবস্থায় থাকে, তাহার ঝুটা মকরুহ নহে বরং পাক।

মসলা—শিকারী পক্ষী অর্থাৎ যাহারা শিকার ধরিয়া খায় যথা,—চিল, শিক্রা, বাজবহিরী ইত্যাদি ইহাদের ঝুটাও মকরুহ। কিন্তু যেগুলি পালিত এবং মরা, পচা সড়া খাইতে

না পায়, যাহাদের ঠোঁটে কোন প্রকার নাপাকি লাগিয়া থাকা সন্দেহ না থাকে—তাহাদের ঝুটা পাক।

মসলা—হালাল জন্তু যথা—ছাগল, গরু, ভেড়া, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি এবং হালাল পক্ষী যথা—ময়না, তোতা, ঘুঘু ইত্যাদি এই সমুদয়ের ঝুটা পাক। এইরূপ ঘোড়ার ঝুটাও পাক।

মসলা—যে সকল জীব গৃহে থাকে যথা—সাপ, বিছা, ইঁদুর ইত্যাদি ইহাদের ঝুটা মকরুহ।

মসলা—ইঁদুরে রুটী, পাঁওরুটী বা এই শ্রেণীর কোন খাদ্য-দ্রব্যের কিয়দংশ খাইয়া থাকিলে, সেই অংশটুকু বাদ দিয়া খাওয়া উচিত।

মসলা—গাধা এবং খচ্চরের ঝুটা পাক হইলেও ঐ দুই জীবের ঝুটা পানিতে অজু হওয়া বিষয়ে সন্দেহ আছে। অত-এব যেস্থলে গাধা বা খচ্চরের ঝুটা ব্যতীত আর পানি না থাকে, তথায় সেই পানিতে অজু করিবে এবং তায়াম্মোমও করিবে। তায়াম্মোম অজুর পূর্ব্বেও করা চলে পরেও করা চলে।

মসলা—যে সকল প্রাণীর ঝুটা মকরুহ, তাহাদের ঘামও নাপাক। আর যাহাদের ঝুটা পাক, তাহাদের ঘামও পাক। আর যাহাদের ঝুটা মকরুহ, তাহাদের ঘামও মকরুহ। গাধা এবং খচ্চরের ঘাম পাক, উহা কাপড়ে বা গায়ে লাগিলে ধুইয়া ফেলা ওয়াজেব নহে। কিন্তু ধুইয়া ফেলাই উত্তম।

মসলা—পালিত (পোষা) বিড়াল, হাত বা শরীরের কোন স্থানে চাটিলে বা তাহার মুখের লালা গায়ে লাগিলে

সেস্থান ধুইয়া ফেলা উচিত। না ধুইলে উহা গর্হিত হইবে।

মসলা—পর-পুরুষের ঝুটা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মকরুহ। অজানা অবস্থায় কোন স্ত্রীলোক পর-পুরুষের ঝুটা কোন খাদ্য খাইলে তাহা তাহার পক্ষে মকরুহ নহে।

তায়াম্মোম সম্বন্ধীয় কথা।

মসলা—সুবৃহৎ মাঠে বা বন-জঙ্গল মধ্যে পথ চলিতে চলিতে নামাজের সময় উপস্থিত। পানি কোথায় আছে না আছে নিজেদেরও জানা নাই বা এমন কোন লোকও পাওয়া যাইতেছে না যে, নিকটবর্ত্তী স্থানে পানি থাকা না থাকার খবর দেয়। এ অবস্থায় তায়াম্মোম করিবে। আর যদি কোন লোক পাওয়া যায় এবং সেই লোক শারায়ী এক মাইলের মধ্যে পানি থাকার সন্ধ্যান বলিয়া দেয় এবং বিশ্বাস হয় যে, সেই ব্যক্তি সত্য বলিতেছে, কিম্বা সেরূপ কোন লোক পাওয়া না যাইলেও কোন লক্ষণ দ্বারা নিজের মন বলিতেছে যে, এখানে শারায়ী এক মাইলের মধ্যে কোথাও পানি নিশ্চয়ই আছে, তদবস্থায় এতটা পানির সন্ধান লইবে—যাহাতে নিজের কিম্বা নিজের সঙ্গীদিগের কোন প্রকার কষ্ট বা ক্ষতি না হয়। সেরূপ আশঙ্কা বা ক্ষতির কারণ থাকিলে উচিত যে, সে প্রকার অনুসন্ধান স্থগিত রাখিয়া তায়াম্মোম করিবে। আর যদি গাঢ় বিশ্বাস হয় যে, শারায়ী এক মাইলের মধ্যে নিশ্চয়ই পানি

আছে, তদবস্থায় তথায় যাইয়া অজু করা বা পানি লইয়া আসা ওয়াজেব হইবে।

মন্তব্য—শারায়ী মাইল ইংরাজী মাপের মাইল অপেক্ষা কিছু বেশী। অর্থাৎ ইংরাজী মাইল আধ পোয়াতে যতটা দূরত্ব, শারায়ী এক মাইলের দূরত্ব ততটা। (১)

মসলা—পানির সন্ধান হইল কিন্তু উহা এক মাইল দূরে, অতএব এতটা দূরে যাইয়া পানি লইয়া আসা ওয়াজেব নহে। এরূপ অবস্থায় তায়াম্মোম করা ওয়াজেব।

মসলা—কেহ লোকালয় হইতে মোসাফেরী অবস্থায় বা কোন কারণে এক মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে, সেই এক মাইলের মধ্যে কোথায়ও পানি পাওয়া যায় না; অতএব তায়াম্মোম করা চলিবে।

মসলা—প্রবাস অবস্থায় পথ চলিতে চলিতে কোথাও পানি পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু একটী পাতকূয়া দেখিতে পাওয়া গেল, পাতকূয়ায় পানি আছে কিন্তু পানি উঠাইবার জন্য ডোল বা অপর কোন পাত্র নাই, রশিও নাই। এ অবস্থায় তায়াম্মোম করিতে হইবে।

মসলা—পানি পাওয়া গেল, কিন্তু উহা এত কম যে, অজুতে সঙ্কুলান হয় না। তখন দেখিতে হইবে, যে পরিমাণ পানি আছে তাহাতে মুখ ও দুই হাত এবং দুই পা এক একবার ধোওয়া এবং মাথা মোসেহ করা হয় কি না! যদি হয়

(১) هذا ما عندي والعلم عند الله "এইটুকু মাত্র আমার জানা, সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞাতা সেই অদ্বিতীয় আল্লা। —অনুবাদক।

তবে কুলি করা বাদ রাখিয়া মুখ, হাত ও পা ধুইবে এবং মাথা মোসেহ করিবে তাহাতেই অজু হইবে। ঐ পরিমাণ পানি থাকিতে তায়াম্মোম করা ঠিক হইবে না। আর যদি ঐ পরিমাণ পানি না থাকে, তবে তায়াম্মোম করিতে হইবে।

মসলা—পীড়া হেতু পানিতে অজু গোসল করা হানিকর হইলে তায়াম্মোম করা দোরস্ত। গরম পানিতে অজু গোসল করায় ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে, তায়াম্মোম না করিয়া গরম পানিতে অজু গোসল করিবে। আর যদি গরম পানিতেও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে বা গরম পানি না পাওয়া যায়, তবে তায়াম্মোম করিবে।

মসলা—যদি পানি নিকটে থাকে অর্থাৎ জানা যায় যে, এক মাইলের মধ্যে পানি আছে, তাহা হইলে তায়াম্মোম করা ঠিক হইবে না। তথা হইতে পানি লইয়া আসা বা তথায় যাইয়া অজু করা ওয়াজেব হইবে। লজ্জা হেতু বা পর্দ্দার কারণে স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের সম্মুখ দিয়া পানিতে না যাইয়া তায়াম্মোম করা দোরস্ত নহে। সেইরূপ পর্দ্দা (যাহাতে শরিয়তের কোন ব্যবস্থা বা আদেশ লঙ্ঘিত হয় তাহা) নাজায়েজ এবং হারাম। সেরূপ ক্ষেত্রে বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া পানিতে যাওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে ওয়াজেব। অবশ্য পুরুষদিগের সম্মুখে স্ত্রীলোকেরা অজু না করে এবং হাত মুখ বাহির না করে।

মসলা—পীড়া হেতু শরীরের পক্ষে পানি ক্ষতিকর বিবেচিত হইলে, সে ক্ষতির আশঙ্কা যতদিন পর্য্যন্ত তিরোহিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অজু গোসলের পরিবর্ত্তে তায়াম্মোম

করিবে। অজু এবং গোসল দ্বারা শরীর যেরূপ পাক হয়, তায়াম্মোমেও সেইরূপ পাক হইয়া থাকে। তায়াম্মোমের আবশ্যক হইলে, অজু গোসলের পরিবর্ত্তে তায়াম্মোম করিতে কেহ যেন এরূপ সন্দেহ না করে যে, তায়াম্মোমে ভালরূপ পাক হওয়া যাইবে না।

মসলা—এমন স্থানে যাওয়া হইয়াছে যেস্থানে আবশ্যকীয় পানি ক্রয় করিতে হয়, ক্রয় ব্যতিরেকে পানি পাওয়ার উপায় নাই। তদ্বস্থায় সর্ব্ববিধ খরচ পূরণ বাদে যদি অজু বা গোসলের পানির মুল্য বাঁচে, তবেই পানি ক্রয় করিয়া অজু ও গোসল করিবে, না বাঁচিলে তায়াম্মোম করিবে। অন্যান্য খরচ সঙ্কুলান না হওয়া পর্য্যন্ত অজু, গোসলের জন্য পানি ক্রয় করা সিদ্ধ নহে। তদ্বস্থায় তায়াম্মোম করাই বিধেয়।

মসলা—যেদেশে অত্যধিক শীত এবং বরফ পড়িয়া থাকে, তথায় অজু ও গোসল করিলে যদি মারা যাইবার বা পীড়া জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে এবং সঙ্গে এমন কোন গরম জামা কাপড় আদি না থাকে যে, অজু গোসল করিয়াই তাহার সাহায্যে শরীর গরম করিবে, তদ্বস্থায় তায়াম্মোম করা বিধেয়।

মসলা—কাহারও শরীরের অর্দ্ধাংশ ক্ষতে পরিপূর্ণ অথবা কাহারও বসন্ত হইয়াছে, উভয় অবস্থায় তায়াম্মোম করা দোরস্ত।

মসলা—পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িবার পর অদূরেই পানি রহিয়াছে জানিতে পারা গেল, এ অবস্থায় নামাজ ও তায়াম্মোম দোরস্ত হইল। পানির

সন্ধান পাওয়া পর অজু করিয়া পুনরায় নামাজ পড়িতে হইবে না।

মসলা—সফরে নিজের নিকটে পানি নাই, কিন্তু অপর এক ব্যক্তির নিকট পানি রহিয়াছে, এ অবস্থায় যদি মনে বিশ্বাস হয় যে, তাহার নিকট অজুর পানি চাহিলে পানি পাওয়া যাইতে পারে, তবে না চাহিয়া তয়াম্মোম করা দোরস্ত নহে। আর যদি মনে বিশ্বাস হয় যে, পানি চাহিলে পাওয়া যাইবে না, তবে না চাহিয়া-ই তায়াম্মোম করিয়া নমাজ পড়িবে। কিন্তু যদি নামাজ পড়িবার পর তাহার নিকট পানি চাহিয়া পাওয়া যায়, তবে নামাজ দোহরাইতে হইবে।

মসলা—জমজমের পানি জমজমে আবদ্ধ থাকিলে তায়াম্মোম করা দোরস্ত নহে। তখন উহার মুখ খুলিয়া সেই পানিতে অজু গোসল করা ওয়াজেব।

মসলা—পিপাসা নিবারণের জন্য কেহ পানি লইয়া দূর দূরান্তরের পথে চলিয়াছে, সেই পানিতে অজু করিলে হয়ত পানির অভাবে মারা পড়িতে বা অত্যন্ত কষ্ট হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ঐ পানিতে অজু না করিয়া তায়াম্মোম করা চলিবে।

মসলা—পানিতে গোসল করিলে পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে, অথচ অজু করিলে সেরূপ ভয় থাকে না ; এ অবস্থায় গোসলের স্থানগুলিতে তায়াম্মোম এবং অজুস্থানে অজু করিবে।

মসলা—তায়াম্মোমের নিয়ম এই যে, হস্ত-তালুদ্বয় পাক মাটিতে মারিবে এবং গোটা মুখ খানি মলিয়া ফেলিবে, পুনশ্চ

হস্ত-তালুদ্বয় মাটিতে মারিয়া হাতের কুনুই পর্য্যন্ত মলিবে। তায়াম্মোমকালে অঙ্গুরী খুলিয়া ফেলিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের হাতের চুড়ির নীচে অঙ্গুলী ঠিকভাবে ফিরাইবে। এক নখ পরিমাণ স্থানে হাত ফিরান' বা মলা বাদ পড়িলে তায়াম্মোম হইবে না। অঙ্গুলীগুলির মধ্যে অঙ্গুলী দ্বারা খেলাল করিবে; ইহাই তায়াম্মোমের নিয়ম।

মসলা—মাটিতে হাত মলিয়া উহা হাতে মুখে ফিরাইবার পূর্ব্বে হাত দুখানি ভালমতে ঝাড়িয়া ফেলিবে।

মসলা—মাটি ব্যতীত যে সকল বস্তু মাটি-জাতীয় তৎসমুহে (যথা—বালি, পাথর, হরিতাল, সোরমা ইত্যাদি) তায়াম্মোম করা দোরস্ত। আর যে সকল বস্তু মাটি-জাতীয় নহে,—তাহাতে তায়াম্মোম দোরস্ত নহে। যথা—সোনা, রূপা, রাং, গম, কাঠ, কাপড়, তরি-তরকারী ইত্যাদি। এই সকল বস্তুর সহিত মাটি মিশ্রিত থাকিলে তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে।

মসলা—যে সকল বস্তু আগুনে জ্বলে না বা গলে না, সেই সকল বস্তুই মাটি-জাতীয় বা মাটির ন্যায়। তৎসমুহে তায়াম্মোম দোরস্ত। আর যে সকল বস্তু আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া বা গলিয়া যায়, তাহাতে তায়াম্মোম করাও দোরস্ত নহে। এইরূপ ছাই-এ তায়াম্মোম করাও দোরস্ত নহে।

মসলা—তাঁবার পাত্রে এবং বালিশ ও গদিতে তায়াম্মোম করা দোরস্ত নহে। অবশ্য বালিশ, লেপ বা গদ্দিতে অত্যধিক ধূলা জড়িত থাকিলে—তাহাতে তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে। ধুলা এতটা থাকা চাই যেন হাত মারিতে উহা হাতে জড়াইয়া

উঠে। যদি ধূলা যৎসামান্য জড়াইয়া উঠে, তবে তাহাতে তায়াম্মোম দোরস্ত নহে। মাটিতে প্রস্তুত পাত্রে তায়াম্মোম দোরস্ত।

মসলা—পাথরে আদৌ মাটি বা ধুলা মিশ্রিত না থাকিলেও তায়াম্মোম দোরস্ত। পানিতে ধুইয়া পাথর পরিষ্কৃত হইয়া গেলেও উহাতে তায়াম্মোম দোরস্ত, পাথরে তায়াম্মোম করিতে উহা মাটি বা ধূলা মিশ্রিত থাকার সর্ত্ত নাই। পাকা ইটেও তায়াম্মোম দোরস্ত, তাহাতে ধুলাকণা থাকুক বা না থাকুক।

মসলা—কাদায় তায়াম্মোম করা ঐ সময়ে দোরস্ত,—যখন তায়াম্মোমের অপর কোন দ্রব্য না পাওয়া যায়। একান্ত পক্ষে কাদায় তায়াম্মোম করিতে হইলে উহার কিছু অংশ কাপড়ে মিশাইয়া শুকাইয়া লইয়া তাহাতে তায়াম্মোম করা উচিত। এ অবস্থায় নামাজের সময় চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, কাদায়-ই তায়াম্মোম করিবে, নামাজ কাজা হইতে দিবে না।

মসলা—মাটিতে প্রস্রাব ইত্যাদি পড়িয়া শুকাইয়া যাইলে এবং দুর্গন্ধ না থাকিলে তথায় নামাজ পড়া চলিবে, কিন্তু সে মাটিতে তায়াম্মোম হইবে না। জানা না থাকিলে ঐ প্রকার মাটিতে তায়াম্মোমে দোষ নাই।

পড়িলে—অজুর স্থানে নাচারী পক্ষে যেমন তায়াম্মোম দোরস্ত, গোসলের স্থানেও নাচারী পক্ষে তেমনই তায়াম্মোম দোরস্ত। এইরূপ যে স্ত্রীলোক হায়েজ বা নেফাস হইতে পাক হইবে, তাহার পক্ষে অজু বা গোসল হানিকর হইলে—অজু গোসলের

পরিবর্ত্তে তায়াম্মোম করিবে।

মসলা—কাহাকেও তায়াম্মোম শিক্ষা দিবার জন্যই যদি কেহ তায়াম্মোম করে, তবে সে তায়াম্মোম—শিক্ষাদাতার পক্ষে আদৌ কার্য্যকরী নহে, উহা মাত্র অপরকে শিক্ষা দেওয়া-রূপে গণ্য।

মন্তব্য—তায়াম্মোম করিবার সময়ে নিজের মনে মাত্র এই নিয়ত করিবে যে,—আমি পাক হইবার জন্য বা নামাজ পড়িবার জন্য তায়াম্মোম করিতেছি। তখন এরূপ নিয়ত করিবে না যে, আমি অজুর জন্য বা গোসলের জন্য তায়াম্মোম করিতেছি।

মসলা—কেহ কোর্-আন শরীফ ছুইবার ইচ্ছায় তায়াম্মোম করিলে, সে তায়াম্মোমে নামাজ পড়া দোরস্ত নহে। নামাজের ইচ্ছায় তায়াম্মোম করা হইলে, সে তায়াম্মোমে কোর্-আন শরীফ ছোঁয়া দোরস্ত হইবে। এক নামাজের জন্য তায়াম্মোম করা হইলে, সেই তায়াম্মোমে অপর অক্তের নামাজ পড়া দোরস্ত হইবে।

মসলা—একই সময়ে গোসল করিবার ও অজু করিবার আবশ্যক হইলে, যদি অজু ও গোসল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয় বা পানি না পাওয়া যায়, তবেই একই তায়াম্মোমে অজু ও গোসলের কাজ হইবে; পৃথক পৃথক তায়াম্মোম করিতে হইবে না।

মসলা—পানি না পাওয়া কারণে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়া হইল, নামাজ অন্তে পানি পাওয়া গেল, তখনও নামাজের অক্ত আছে। এ অবস্থায় অজু করিয়া পুনরায়

নামাজ পড়িবার আবশ্যক নাই।

মসলা—শারায়ী এক মাইলের মধ্যে পানি আছে, অথচ নামাজের সময়ও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে পানির জন্য যাইতে হইলে—নামাজের অক্ত আদৌ থাকে না। এ অবস্থায় তায়াম্মোম করা সিদ্ধ নহে। সেই পানিতে অজু করিয়া নামাজ কাজা পড়িবে।

মসলা—পানি থাকিতে কোর্-আন শরীফ ছুইবার জন্য তায়াম্মোম করা দোরস্ত নহে।

মসলা—যদি কিছু আগে যাইয়া পানি পাওয়ার আশা থাকে, তবে উচিত যে,—প্রথম ওয়াক্তে নামাজ না পড়িয়া পানির অপেক্ষা করিবে। কিন্তু সে অপেক্ষা এতটা না হয় যে, তাহাতে নামাজের ওয়াক্ত মকরুহ হইয়া পড়ে। আর যদি পানির অপেক্ষা না করিয়া আউয়াল ওয়াক্তে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়ে তাহাও দোরস্ত।

মসলা—রেলের ষ্টেশনে পানি আছে কিন্তু গাড়ি হইতে নামিয়া পানি লওয়ার সময় নাই, পানি আনিতে গেলে আর গাড়িতে উঠিতে পারা যায় না, এ অবস্থায় তায়াম্মোম করা কর্ত্তব্য। কিম্বা পানি নিকটেই আছে, কিন্তু সে পানি লইতে যাইলে বাঘের, কুমীরের কিম্বা সাপের হাতে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এ অবস্থায় তায়াম্মোম করিবে।

মসলা—আসবাব-পত্রের সহিত পানি-পাত্রে অজুর পানি লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু নামাজের সময়ে স্মরণ না থাকায় তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়া হইয়াছে। এ অবস্থায় নামাজ দোহরাইতে হইবে না।

মসলা—যে যে কারণে বা যে যে জিনিসে অজু নষ্ট হয়, সেই সেই কারণে ও সেই সেই জিনিসে তায়াম্মোম নষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ তায়াম্মোম করিবার পর যদি শারায়ী এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া যায়, তবে তায়াম্মোম নষ্ট হইয়া যাইবে।

মসলা—অজুর তায়াম্মোম করিবার পর অজুর পরিমাণ পানি পাওয়া যাইলে তায়াম্মোম নষ্ট হয় এবং গোসলের তায়াম্মোম করিবার পর গোসলের পরিমাণ পানি পাওয়া যাইলে তায়াম্মোম নষ্ট হইবে। তায়াম্মোম করিবার পর অজু বা গোসলের পরিমাণ পানি পাওয়া না যাইলে তায়াম্মোম নষ্ট হইবে না।

মসলা—তায়াম্মোম করিবার পর এমন স্থান দিয়া যাওয়া হইতেছে যে, নিকটেই পানি আছে, কিন্তু তাহা জানা যায় নাই। এ অবস্থায় তায়াম্মোম নষ্ট হইবে না। এইরূপ রেল গাড়িতে তায়াম্মোম করিবার পর গাড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিল, কিন্তু পানি লইতে যাইলে গাড়ি ছাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এ অবস্থায় তায়াম্মোম নষ্ট হইবে না।

মসলা—দৈব উপসর্গের কারণে অজু বা গোসলের স্থলে তায়াম্মোম করিতে হইল, কিয়ৎক্ষণ পর-ই উপসর্গ বিদূরীত হইল, এ অবস্থায় তায়াম্মোম নষ্ট হইবে।

মসলা—পানি না পাওয়া কারণে তায়াম্মোম করা হইল, তৎপর এরূপ পীড়া দেখা দিল যাহাতে পানি শরীরের পক্ষে হানিকর। তৎপর পীড়া দূর হওয়া বাদে পানি পাওয়া গেল। এ অবস্থায় ঐ তায়াম্মোম ...

কারণে করা হইয়াছিল। অতএব পুনরায় তায়াম্মোম করিতে হইবে।

মসলা—গোসল করিবার আবশ্যক থাকা কারণে গোসল করা হইয়াছে। যে পানি ছিল তাহা গোসলে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। গোসল সাঙ্গ হওয়ার পর দেখা গেল,—সামান্য একস্থানে পানি পৌঁছে নাই, অথচ আর পানিও নাই। এ অবস্থায় সেই স্থানটুকুতে তায়াম্মোম করিবে। তৎপর পানি পাওয়া যাইলে ঐ স্থান পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। পুনরায় গোসল করিবার আবশ্যক নাই।

মসলা—যদি এমন সময়ে পানি পাওয়া যায় যখন অজু না থাকে, তাহা হইলে সেই শুষ্ক স্থানটুকু প্রথমতঃ ধুইয়া তৎপর অজুর জন্য তায়াম্মোম করে। আর যদি এতটা কম পানি পাওয়া যায়—যদ্দারা মাত্র অজুই হইতে পারে, কিন্তু শুষ্ক স্থান ধোওয়া চলে না, তাহা হইলে সেই পানিতে অজু করিয়া শুষ্ক স্থানের জন্য গোসলের তায়াম্মোম করিবে। অবশ্য যদি এই গোসলের তায়াম্মোম প্রথমে করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর পুনরায় তায়াম্মোম করিবার আবশ্যক নাই।

মসলা—কাহারও কাপড় অথবা শরীরও নাপাক হইয়াছে এবং অজু করিবারও আবশ্যক আছে। অথচ পানি সামান্যই রহিয়াছে। এ অবস্থায় পানির দ্বারা নাপাক কাপড় ও শরীর ধুইবে তৎপর অজুর জন্য তায়াম্মোম করিবে।

মোজার উপর মোসেহ্ করিবার কথা।

অজু করিবার পর চামড়ার মোজা পায়ে পরা হইলে সে অজু নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর পুনরায় অজু করিবার সময় পা না ধুইয়া পায়ের মোজার উপর মোসেহ্ করিলেই পা ধোয়ার কাজ হইবে।

মসলা—মোজায় পায়ের প্রথম গাঁইটের সম্পূর্ণ না ঢাকিলে তদ্রূপ ক্ষুদ্র মোজার উপর মোসেহ্ করা দোরস্ত নহে। এইরূপ বিনা অজুতে মোজা পায়ে দেওয়া হইয়া থাকিলে অজুকালে তাহার উপর মোসেহ্ করাও দোরস্ত নহে। তদবস্থায় মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে।

মসলা—ছফরে যাওয়া অবস্থায় তিনদিন তিনরাত পর্য্যন্ত মোজার উপর মোসেহ্ করা দোরস্ত। আর যে মোসাফেরীতে আছে, উহার জন্য একদিন একরাত। আর যে সময়ে অজু নষ্ট হইবে, তখন হইতে একদিন একরাত বা তিনদিন তিন রাতের হিসাব ধরা হইবে, যে সময়ে মোজা পরা হয় সে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে না। যেমন কেহ জোহরের অজু করিয়া মোজা পায়ে দিয়াছে; তৎপর সন্ধ্যার সময়ে তাহার অজু নষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আগামী দিনের সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত মোসেহ্ করা দোরস্ত হইবে। আর ছফরযাত্রা অবস্থায় তৃতীয় দিনের সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত মোসেহ্ করা দোরস্ত হইবে। সূর্য্য অস্তে যাওয়া পর আর মোসেহ করা দোরস্ত হইবে না।

মসলা—কোন কারণে গোসল করিবার আবশ্যক হইলে মোজা খুলিয়া গোসল করিবে। গোসলের সহিত মোজার উপর মোসেহ্ করা দোরস্ত নহে।

মসলা—মোজার উপরীভাগে মোসেহ্ করিবে, নিম্নভাগে মোসেহ্ করিবে না।

মসলা—মোজার উপর মোসেহ্ করিবার নিয়ম এই যে, দুই হাতের অঙ্গুলীগুলি ভিজাইয়া পায়ের অঙ্গুলীর উপর স্থাপন করিবে। তৎপর আস্তে আস্তে হাতের অঙ্গুলীগুলি চাপিয়া পায়ের প্রথম গাঁইট পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে; অঙ্গুলীর সহিত হাতের তলা মিলাইয়া ঐ প্রকারে লইয়া যাওয়া হইলেও দোরস্ত হইবে।

মসলা—কেহ যদি পায়ের অঙ্গুলের দিক হইতে মোসেহ্ আরম্ভ না করিয়া প্রথম গাঁইট হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুলীর দিকে লইয়া যায় বা লম্বা লম্বীভাবে মোসেহ্ না করিয়া আড়াআড়িভাবে মোসেহ্ করে, তাহাও দোরস্ত হইবে বটে, কিন্তু ঐ প্রকার মোসেহ্ মোস্তাহাবের খেলাপ হইবে।

মসলা—কেহ মোজার নিম্নভাগে অথবা মাত্র পার্শ্বদেশে বা পশ্চাদ্দিকে মোসেহ্ করিলে তাহা দোরস্ত হইবে না।

মসলা—মোসেহ্কালে কেহ হাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোজার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইলে মোসেহ্ দোরস্ত হইবে না, তবে ঐ অবস্থায় সিদ্ধ হইবে—যদি হাতের অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ মোজার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়াকালে অঙ্গুলীর পানিতে মোজার উপরিভাগ ভিজিয়া যাইতে থাকে।

মসলা—মোসের মধ্যে মোস্তাহাব এই যে, অঙ্গুলীর সঙ্গে

হাতের তলা মিলাইয়া মোসেহ্ করা হয়, তাহা না করিয়া কেহ মাত্র অঙ্গুলী দ্বারা মোসেহ্ করিলে—মোসেহ দোরস্ত হইবে, কিন্তু মোস্তাহাবের বিপরীত।

মসলা—কেহ মোজার উপর মোসেহ্ না করিয়া বৃষ্টি-কালে বাহিরে যাইয়া মোজা ভিজাইয়া লইল, অথবা ভিজা ঘাসের উপর কিয়ৎক্ষণ বেড়াইল ফলে মোজা ভিজিয়া গেল, ইহাতে তাহার মোসেহের কাজ হইয়া গেল।

মসলা—যে যে বস্তু অজু নষ্ট করিয়া থাকে. সেই সেই বস্তু মোসেহ্ও নষ্ট করিয়া থাকে। মোজা খুলিয়া ফেলিলেও মোসেহ্ নষ্ট হয়। কাহারও অজু নষ্ট হয় নাই. কিন্তু সে মোজা খুলিয়া ফেলিয়াছে কাজেই তাহার মোসেহ্ নষ্ট হই-য়াছে। অতএব মোসেহ্ নষ্ট হওয়া কারণে মাত্র পা-দুখানি ধুইলেই অজু পূর্ণ হইবে, তাহাকে পুনরায় অজু করিবার আব-শ্যক হইবে না।

মসলা—অজু থাকা অবস্থায় কেহ একটী মোজা খুলিয়া ফেলিলে, অপর পায়ের মোজাটী খুলিয়া উভয় পা ধুইয়া ফেলিলেই অজু বহাল থাকিবে।

মসলা—মোসেহের স্থায়ীকাল উত্তীর্ণ হইলেই মোসেহ্ নষ্ট হইবে, তদবস্থায় অজু নষ্ট না হইয়া থাকিলে মোজা খুলিয়া দুই খানি পা ধুইয়া লইবে, সম্পূর্ণ অজু দোহ্রাইবার আবশ্যক নাই। আর যদি অজু নষ্ট হইয়া থাকে, তবে মোজা খুলিয়া সম্পূর্ণ অজু করিবে।

মসলা—কেহ ঢিলা-মোজা পায় দিয়া তাহার উপর মোসেহ করিয়াছে। ঐ অবস্থায় কোথাও যাইতে দৈবক্রম

তাহার পা পানিতে পড়িল এবং ঢিলা থাকার কারণে মোজার মধ্যে পানি সান্ধাইয়া পা ভিজিয়া গেল, কাজেই তাহার মোসেহ নষ্ট হইল ; তদবস্থায় মোজা খুলিয়া দুই খানি পা ধুইতে হইবে—পুনরায় অজু করিতে হইবে না।

মসলা—যে মোজা এতটা ফাটিয়া গিয়াছে যে, পথ চলিতে পায়ের ছোট তিনটী অঙ্গুলীর সমান খুলিয়া যায়, সেরূপ ফাটা মোজার উপর মোসেহ সিদ্ধ নহে। ইহার কম ফাটিয়া থাকিলে তাহার উপর মোসেহ করা চলিবে।

মসলা—মোজার সেলাই খুলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি পা দেখা না যায়, তবে তাহার উপর মোসেহ করা চলিবে। আর যদি চলিবার সময়ে তিন অঙ্গুলের সমান স্থান দিয়া পা দেখা যায় এবং শুধু পায়ে দিয়া রাখিলে অর্থাৎ পথ চলা না হইলে মোটেই দেখা না যায়, তবে তদ্রূপ ফাটা বা সেলাই-খোলা মোজার উপর মোসেহ করা দোরস্ত হইবে না।

মসলা—দুইটী মোজার একটী দুই অঙ্গুল পরিমাণ স্থান অপরটী এক অঙ্গুল পরিমাণ স্থান ফাটিয়া বা খুলিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তদ্রূপ মোজার উপর মোসেহ দোরস্ত হইবে। আর যদি একই মোজা কয়েক স্থানে ফাটিয়া গিয়া থাকে, সেইগুলি মিলাইয়া তিন অঙ্গুলী পরিমাণ স্থান খোলা বা ফাটা হইলে—মোসেহ দোরস্ত হইবে না, তিন অঙ্গুলীর কম হইলে দোরস্ত হইবে।

মসলা—কেহ মোজার উপর মোসেহ আরম্ভ করিয়া এক রাত-দিন গত না হইতেই মোসাফেরীতে বাহির হইল, তাহা হইলে তিন রাত-দিন পর্য্যন্ত মোসেহ করিতে থাকিবে আর।

যদি সফরে যাইবার পূর্ব্বে-ই এক রাত-দিন গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোসের নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইয়াছে বুঝিবে। তদবস্থায় পুনরায় পা ধুইয়া মোজা পরিবে।

মসলা—মোসাফেরীতে মোসেহ করিতে করিতে বাটী আসিয়া এক দিন-রাত গত হইলেই মোজা খুলিয়া ফেলিবে, অতঃপর আর মোসেহ দোরস্ত হইবে না। বাটী আসিয়া এক দিন-রাত পূর্ণ না হইলে উহা পূরণ করিয়া মোজা খুলিয়া ফেলিবে।

মসলা—জোর্‌াবের উপর মোসেহ করা দোরস্ত নহে। উহার উপর চামড়া জড়িত থাকিলে কিম্বা অত্যন্ত কঠিন হইলে (এরূপ যে পায় দিয়া তিন চারি মাইল পথ চলা যায়) এই-রূপ অবস্থায় জোর্‌াবের উপরও মোসেহ করা দোরস্ত।

মসলা—বোর্কা এবং দাস্তানার উপর মোসেহ করা দোরস্ত নহে।

* هذا ما عندي والعلم عند الله *

সমাপ্ত

সূচীপত্র।

অনুবাদকের উক্তি।

"বেহেস্তি-জেওর" বা স্বর্গের-সম্বল গ্রন্থখানি হাজি আইজদ্দিন আহমদ সাহেবের অনুমতি অনুসারে মূল উর্দ্দূ হইতে ন্যায্য পারিশ্রমিক লইয়া বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম। এই গ্রন্থের স্বত্ব-স্বামিত্বের উপর আমার কোন দাবী বা অধিকার নাই, থাকিবেও না। তবে এইমাত্র দাবী রহিল যে,—ইহার যত সংস্করণই হউক, প্রত্যেক সংস্করণে দীন-হীন অনুবাদকের নাম ধাম আদির উল্লেখ থাকিবে। আর এক কথা এই যে, ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ অনুবাদে কোন কথা ছাড় পড়িয়া থাকিলে—দয়াপূর্ব্বক কেহ তাহা জানাইলে গ্রন্থস্বত্বাধিকারী সাহেব পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা মূল উর্দ্দূ-গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

আমি ইহাও আরজ করিতেছি যে, এই গ্রন্থের অনুবাদ বিষয়ে আমি কোন প্রকার পাণ্ডিত্যের দিকে আদৌ লক্ষ্য করি নাই। সাধারণ সমাজের সাধারণ জ্ঞানে যাহাতে ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থাগুলি পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হইতে পারে, মাত্র সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়াছে। এক্ষণ আমার স্বদেশবাসী স্বজাতীয় ভ্রাতা ভগ্নিগণ ইহার সাহায্যে ধর্ম্মবিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করিলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

অনুবাদক—

খাকছার—মোহাম্মাদ মুছা।

ফাজিলপুর, পোঃ—শাসন, ২৪ পরগণা।